তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আওতায় ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের ওপর মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক সারসংক্ষেপ

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয় /বিভাগের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরণ			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসিএফ ভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন-সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন-সর্বোচ্চ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
০১	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	৪	২	২	০	১	৪	• +১০০ % • +১৫ %	১	• +৬৩.৬৩ %

১। সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যাঃ ০৪ (চার)

২। সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণঃ

<u>প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধির কারণ:</u>

ক) প্রকল্প গ্রহণের সময় সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা না করে এবং ভবিষ্যতের প্রেক্ষাপট বিবেচনা না করে ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়। ফলে পরবর্তীতে কাজের পরিধি বেড়ে যায়, ফলশ্রুতিতে ব্যয় বৃদ্ধি পায়;

খ) বার বার মেয়াদ বৃদ্ধির ফলে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে দ্রব্যমূল্যে দাম বেড়ে যায় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে দরপত্রের রেট শিডিউল পরিবর্তন হয়ে যায়, ফলে প্রকল্প ব্যয় বেড়ে যায়;

গ) জটিল ও ব্যতিক্রমধর্মী কাজের ক্ষেত্রে অনেক সময় টার্ণকী ঠিকাদারের উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীলতা বেড়ে যায় এবং চুক্তি স্বাক্ষরের সময় সকল শর্তাবলী সাবধানতার সাথে বিবেচনা করা হয়না বিধায় টার্ণকী ঠিকাদার বিভিন্ন সময় বাড়তি বিল দাবী করার সুযোগ পায়।

<u>প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ:</u>

ক) মূল ডিপিপি অনুমোদনের তারিখের পরেও টেন্ডার ডকুমেন্ট তৈরি, টেন্ডার আহবান, মূল্যায়ন ও কার্যাদেশ প্রদানে অনেক বিলম্ব হয়। ফলে মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ শুরু হতে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এক বছর থেকে দুই বছর বিলম্ব হয়ে যায়;

খ) ভূমি অধিগ্রহণজনিত জটিলতার কারণে বেশির ভাগ প্রকল্পে যথেষ্ট সময়ক্ষেপণ হয়;

গ) প্রকল্প দপ্তরের অদক্ষতার কারণে এবং দূরদর্শিতার অভাবে প্রকল্পের বাস্তবায়ন বিলম্ব হয়।

৩। সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশঃ

সমস্যা	সুপারিশ
৩.১ রক্ষণাবেক্ষণ	প্রকল্পের মাধ্যমে নির্মিত স্থাপনা, পাইপলাইন ও যন্ত্রপাতিসমূহের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে;
৩.২ Feasibility Study'র সুপারিশ অনুসরণ না করা	ভবিষ্যতে প্রকল্পের কার্যক্রম দক্ষতার সাথে সম্পন্নের জন্য যথাযথ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (Feasibility Study) পরিচালনা করা এবং সুপারিশের আলোকে ব্যবস্থা করতে হবে;
৩.৩ ডিপিপি/ টিপিপিতে স্টিয়ারিং কমিটির (PSC) ও পিআইসি (PIC) এর সংস্থান না রাখা	প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম যথাযথভাবে মনিটরিং এর জন্য ভবিষ্যতে প্রকল্প গ্রহণের সময় ডিপিপিতে স্টিয়ারিং কমিটি (PSC) ও পিআইসি (PIC) এর সংস্থান রাখতে হবে;
৩.৪ প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ও বাস্তবায়নে অত্যাধিক বিলম্ব	প্রকল্প প্রণয়নের ক্ষেত্রে বাস্তবসম্মতভাবে ব্যয় ও সময় নির্ধারণ এবং বাস্তবায়ন পর্যায়ে তা অনুসরণ করা প্রয়োজন।
৩.৫ অডিট আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ	নিরীক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকল্পের অডিট আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

সফটওয়ার কোয়ালিটি পরীক্ষা ও সার্টিফিকেশন সেন্টার প্রতিষ্ঠাকরণ (২য় সংশোধনী) শীর্ষক **প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন**

(সমাপ্ত: জুন, ২০২০)

১। প্রকল্পের নাম: "সফটওয়ার কোয়ালিটি পরীক্ষা ও সার্টিফিকেশন সেন্টার প্রতিষ্ঠাকরণ" (২য় সংশোধনী) ।

২। প্রকল্পের ধরন (বিনিয়োগ/কারিগরি সহায়তা/সমীক্ষা): বিনিয়োগ প্রকল্প।

৩। অর্থায়নের উৎস: জিওবি।

৩.১। উন্নয়ন সহযোগী: প্রযোজ্য নয়।

৪। উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ।

৪.১। বাস্তবায়নকারী সংস্থা: বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি)।

৫। (ক) প্রকল্প ব্যয়, বাস্তবায়নকাল ও অনুমোদন সংক্রান্ত:

(লক্ষ টাকায়)

বিষয়	অনুমোদিত প্রাক্কলন				বাস্তবায়নকাল	অনুমোদনের তারিখ	পরিবর্তন (+/-)	
	মোট	জিওবি	প্র: সা:	স্ব-অর্থায়ন			ব্যয় (%)	মেয়াদ (%)
মূল ডিপিপি	২৩৬৪.৫৭	২৩৬৪.৫৭	-	-	জুলাই,২০১৬-জুন,২০১৮	৩০/১০/২০১৬	-	-
১ম সংশোধিত ডিপিপি	২৫২৫.৫৫	২৫২৫.৫৫	-	-	জুলাই,২০১৬-জুন,২০১৯	জুন,২০১৮	৬.৮০%	১ বছর ৫০%
২য় সংশোধিত	৩৮৬৯.৩৬	৩৮৬৯.৩৬	-	-	জুলাই,২০১৬-জুন,২০২০	১৯-১১- ২০১৯	১৩৪৩.৮১ ৫৩.২০%	১ বছর ৫০%
প্রকৃত ব্যয়	৩৮৪১.৪৭	৩৮৪১.৪৭			জুলাই,২০১৬-জুন, ২০২০		১৫০৪.৭৯ বা ৬৩.৬৩%	১০০%

(খ) মূল প্রাক্কলনের সাথে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় বৃদ্ধির হার: ৬৩.৬৩%।

(গ) মূল প্রাক্কলনের সাথে ক্রমপুঞ্জিত মেয়াদ বৃদ্ধির হার: ১০০%।

৬। প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন: প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) অনুযায়ী প্রকল্পটির অঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি নিম্নে দেয়া হল:

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নঃ	পিসিআর অনুযায়ী কাজের বিভিন্ন অঙ্গের নাম	একক	অনুমোদিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
ক) রাজস্ব ব্যয়:						
১	অফিসারদের বেতন	সংখ্যা	**৬৮.৪৮**	--	**৫৪.৭৩**	--
২	কর্মচারিদের বেতন	সংখ্যা	**৮.৪৬**	--	**৬.৮৫**	--
৩	ভাতাদি	সংখ্যা	**৭৩.১৯**	--	**৬৩.৮৩**	--
৪	প্রশাসনিক ব্যয়	থোক	**৫৭.৭০**	--	**৫৭.৭০**	--
৫	ফি, চার্জ এন্ড কমিশন	থোক	**৪৭.৭৫**	--	**৪৭.১৩**	--
৬	প্রিন্টিং এন্ড বাইন্ডিং	থোক	**৯.৪০**	--	**৯.৩৭**	--
৭	জেনারেল সাপ্লাই এন্ড মেটারিয়ালস	থোক	**১৮.০০**	--	**১৮.০০**	--

ক্রঃ নঃ	পিসিআর অনুযায়ী কাজের বিভিন্ন অঙ্গের নাম	একক	অনুমোদিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
৮	অনারিয়ার/রিমুনিরেশন	থোক	**১৪.০৫**	--	**১৩.৯৬**	--
৯	ট্রেনিং এন্ড এডুকেশন	সংখ্যা	**৩১৬.৩০**	--	**৩১৬.২২**	--
১০	কন্সালটেন্সি সার্ভিস	সংখ্যা	**১৩১৩.৮২**	--	**১৩১১.৫৭**	--
	উপমোট		**১৯২৭.১৫**		**১৮৯৯.৩৬**	
খ) মূলধন ব্যয়						
১	কম্পিউটার এবং যন্ত্রাংশ	থোক	**৮০.০০**		**৮০.০০**	
২	কম্পিউটার সফটওয়্যার	থোক	**১৭৯৭.৫৪**		**১৭৯৭.৪৫**	
৩	অফিস ইকুইপমেন্ট	থোক	**৭.৯০**		**৭.৯০**	
৪	আসবাবপত্র	থোক	**৫৬.৭৭**		**৫৬.৭৬**	
	উপমোট		**১৯৪২.২১**		**১৯৪২.১১**	
	উপমোট (ক+খ)		**৩৮৬৯.৩৬**		**৩৮৪১.৪৭**	
গ) ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি			-		-	
ঘ) প্রাইস কন্টিনজেন্সি			-		-	
	সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)		**৩৮৬৯.৩৬**	--	**৩৮৪১.৪৭**	

৭। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ: ডিপিপি'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের সকল কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

৮। মূল্যায়ন পদ্ধতিঃ প্রকল্পটির সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নে নিম্নোক্তবিষয়/পদ্ধতি অনুসরন করা হয়েছে:

প্রকল্পের ডিপিপি পর্যালোচনা;

- প্রকল্পের PCR পর্যালোচনা;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই ও তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিন পরিদর্শন;
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা ও মতামত গ্রহণ;

৯। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য:

ক) সফটওয়্যারের গুণগত মান পরীক্ষা এবং সার্টিফিকেশন কেন্দ্র স্থাপন;

খ) সরকারি দপ্তর সমূহের উন্নয়নকৃত সফটওয়্যার সিস্টেমের মান যাচাই;

গ) প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার, হার্ডওয়্যার স্থাপন এবং মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে সফটওয়্যার টেস্টিং শিল্পকে উন্নতকরণ ও এতদসংক্রান্ত সচেতনতা তৈরিতে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) কে সহায়তা প্রদান;

ঘ) প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে টেস্ট অটোমেশন ইঞ্জিনিয়ার, পারফরমেন্স টেস্ট ইঞ্জিনিয়ার, সিকিউরিটি টেস্টইঞ্জিনিয়ার, মোবাইল টেস্ট ইঞ্জিনিয়ার, টেস্ট ম্যানেজার ইত্যাদি দক্ষ জনবল উন্নয়ন;

ঙ) সফটওয়্যার টেস্টিং, সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট লাইফ সাইকেল (এসডিএলসি), সফটওয়্যার প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট এবং এজাইল প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান;

চ) সরকারি দপ্তরসমূহের উন্নয়নকৃত হার্ডওয়্যার সিস্টেমের মান যাচাই;

ছ) এ সেন্টারের সহায়তায় হার্ড্ওয়্যার টেস্টিং এর সক্ষমতা উন্নয়ন;

৯.১। **প্রকল্পের পটভূমি:** ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে সরকার তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে জনগণের হাতের মুঠোয় সরকারি সেবাসমূহ পৌঁছে দিতে বদ্ধ পরিকর। শহর ও গ্রামের জনসাধারণের মধ্যে সেবার প্রাপ্তির ব্যবধান কমিয়ে সমতা আনয়নের লক্ষ্যে তথ্য-প্রযুক্তি অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে কাজ করছে। এ প্রচেষ্টাকে আরো সফল ও

ইন্টারওপারেবল হওয়া, সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যারের গুণগতমান ও সর্বসাধারণের জন্য ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল কর্তৃক সফটওয়ার কোয়ালিটি পরীক্ষা ও সার্টিফিকেশন সেন্টার প্রতিষ্ঠাকরণ (২য় সংশোধনী) প্রকল্প বাস্তবায়নে উদ্যোগ নেয়া হয়।এ প্রকল্পের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে দেশের সরকারি পর্যায়ে ক্রয়কৃত বা তৈরিকৃত বা ক্রয় করা হবে এমন সফটওয়্যার, মোবাইল এ্যাপস, মোবাইল গেমস, কম্পিউটার হার্ডওয়্যার, নেটওয়ার্ক যন্ত্রাদি ইত্যাদির মান পরীক্ষা করার সুযোগ সৃষ্টি হবে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশে একমাত্র আন্তর্জাতিক মানের "সফটওয়্যার কোয়ালিটি পরীক্ষাকরণ ও সার্টিফিকেশন সেন্টার স্থাপন", সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যারের প্রয়োজনীয় টুলস ক্রয়, হার্ড্ওয়্যার ক্রয়, আন্তর্জাতিক সার্টিফিকেশন টেস্ট ম্যাচুরিটি লেভেল (টিএমএমআই)-৩ ও ৫ এবং আইএসও ১৭০২৫ এবং আইএসও ১৫৪০৮ ক্রয়সহ ইত্যাদি আনুসাঙ্গিক কাজ রয়েছে।

১০। **প্রকল্পের অনুমোদন প্রক্রিয়া:** আলোচ্য প্রকল্পটি ২৩৬৪.৫৭ লক্ষ টাকা প্রাক্কলনে জুলাই, ২০১৬ থেকে জুন, ২০১৮ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গত অক্টোবর, ২০১৬ সালে অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পটি সংশোধনীর মাধ্যমে প্রাক্কলন ২৫২৫.৫৫ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করা হয় এবং বাস্তবায়ন মেয়াদ ১ বছর বৃদ্ধি করা হয়, যার মাধ্যমে প্রাক্কলন বৃদ্ধি পায় ১৬০.৯৮ লক্ষ টাকা বা ৬.৮০% ও মেয়াদ বৃদ্ধি পায় ১ বছর বা ৫০% যা গত জুন, ২০১৮ সালে অনুমোদিত হয়। নির্ধারিত মেয়াদে বাস্তবায়ন কাজ শেষ না হওয়ায় পুনরায় ২য় সংশোধনীর মাধ্যমে প্রকল্পটির ৩৮৬৯.৩৬ লক্ষ টাকা প্রাক্কলন নির্ধারন করা হয় এবং বাস্তবায়ন মেয়াদ আরো ১ বছর অর্থাৎ জুলাই, ২০১৬ থেকে জুন, ২০১৯ এর পরিবর্তে জুলাই, ২০১৬ থেকে জুন, ২০২০ করে গত ১৯/১১/২০১৯ তারিখে অনুমোদিত হয়। এর ফলে বাস্তবায়ন মেয়াদ ২ বছর বা ১০০% এবং প্রাক্কলন ১৫০৪.৭৯ লক্ষ টাকা বা ৬৩.৬৩% বৃদ্ধি পায়।

১১। প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন: প্রকল্পটি সমাপ্তির পর প্রকল্পের কার্যক্রম মূল্যায়নের নিমিত্ত বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের ৭ নং সেক্টরের পরিচালক জনাব মো: রফিকুল আলম গত ২০/১০/২০২০ তারিখে প্রকল্পের কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালকসহ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন এবং প্রয়োজনীয় তথ্যাদি দিয়ে সহযোগিতা করেন। প্রকল্প সরেজমিন পরিদর্শন ও রেকর্ডপত্র যাচাই করে প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।

১১.২। **<u>নিম্নে পরিদর্শিত অংশের চিত্র দেয়া হলো:</u>**

	
প্রকল্পের মাধ্যমে নির্মিত সফটওয়্যার কোয়ালিটি টেস্টিং ল্যাবের দৃশ্য	প্রকল্পের মাধ্যমে নির্মিত ল্যাবের দৃশ্য



প্রকল্পের মাধ্যমে নির্মিত ল্যাবের দৃশ্য

১২। প্রকল্প বাস্তবায়নে মনিটরিং কার্যক্রম:

পরিদর্শনের সময় দেখা যায়, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং আইএমইডি'র কর্মকর্তাবৃন্দ প্রকল্প বাস্তবায়নকালে বিভিন্ন সময়ে প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করেছেন। এদের মধ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মো: মামুন-আল-রশিদ অতিরিক্ত সচিব গত ১৫/০২/২০১৮ তারেখ পরিদর্শন করেন। এ প্রকল্পটি আইএমইডি'র কর্মকর্তা সহকারী পরিচালক মো: পূবন আখতার, সহকারী পরিচালক মো: শফিউল মাজলুবিন রহমান এবং পরিচালক মোঃ রফিকুল আলম কর্তৃক ১২/০৯/২০১৮ ও ১৪/০১/২০১৯ এবং ২২/০৮/২০১৯ তারিখে পরিদর্শন করেছেন।

১৩। **প্রকল্পের জনবল নিয়োগ:** এ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক, সিস্টেমস এনালিস্ট, হিসাব রক্ষক জনবল বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের নিজস্ব জনবল যারা এ প্রকল্পে অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করেছেন। এ ছাড়া প্রকল্পের প্রোগ্রামার, সহকারী প্রোগ্রামার, অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর সরাসরি নিয়োগ করা হয়েছিল।

১৪। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য:**

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম	পদবি	পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন	সময়কাল
১।	মোহাম্মদ সাইফুল আলম খান	ম্যানেজার (টেস্টিং)	অতিরিক্ত দায়িত্ব	১৩/১১/২০১৬ হতে ৩০/০৬/২০২০ ইং পর্যন্ত

১৫| প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম:

প্রকল্প অফিসে সংরক্ষিত প্রকল্পের ক্রয় সংক্রান্ত দলিলপত্র পর্যালোচনা করা হয়। ক্রয় সম্পর্কিত তথ্য নিম্নরুপ:

ক. ডিপিপি/টিএপিপিতে মোট প্যাকেজ সংখ্যা: ১৮টি।

খ. পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য:

প্যাকেজ	দরপত্র আহ্বানের তারিখ ও প্রাক্কলিত মূল্য		ক্রয়পদ্ধতি		অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ		চুক্তির তারিখ ও চুক্তি মূল্য		কাজ সমাপ্তির তারিখ			বাস্তবায়নে বিলম্ব হলে তারকারণ
	ডিপিপি অনুযায়ী	প্রকৃত	ডিপিপি অনুযায়ী	প্রকৃত	ডিপিপি অনুযায়ী	প্রকৃত	ডিপিপি অনুযায়ী	প্রকৃত	চুক্তি অনুযায়ী	প্রকৃত	সময় বৃদ্ধি সংক্রান্ত	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	
FY-২০১৬-১৭	১২.১২.১৬ ৫০.০০	২৫.৫.১৭ ৫০.০০	OTM	OTM	Hope	Hope	৩১.১.১৭ ৫০.০০	১২.৬.১৭ ৪৭.৪৯	৩০.৬.১৭	৩০.৬.১৭		

প্যাকেজ	দরপত্র আহ্বানের তারিখ ও প্রাক্কলিত মূল্য		ক্রয়পদ্ধতি		অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ		চুক্তির তারিখ ও চুক্তি মূল্য		কাজ সমাপ্তির তারিখ			বাস্তবায়নে বিলম্ব হলে তারকারণ
	ডিপিপি অনুযায়ী	প্রকৃত	ডিপিপি অনুযায়ী	প্রকৃত	ডিপিপি অনুযায়ী	প্রকৃত	ডিপিপি অনুযায়ী	প্রকৃত	চুক্তি অনুযায়ী	প্রকৃত	সময় বৃদ্ধি সংক্রান্ত	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	
FY-২০১৬-১৭ (৩)	৩০.০৫.১৭ ৩০০.০০	৩০.৫.১৭ ৩০০.০০	OTM	OTM	Hope	Hope	১৮.৬.১৭ ৩০০.০০	১৮.৬.১৭ ২৮৭.৭৬	৩০.৬.১৭	২৮.৬.১৭		
egp/01/Comp Accessories/Fy-2016-17	১৭.০৪.১৭, ৫০.০০	১৭.৪.১৭ ৫০.০০	OTM	OTM	Hope	Hope	১৭.৪.১৭ ৫০.০০	১৭.৪.১৭ ৫০.০০	৩০.৬.১৭	২১.৬৬.১৭		
BCC-SQTC-G1	০১.১২.১৬ ৮০০.০০	১৩/১২/১৬ ৭৫০.০০	QCBS	QCBS	Hope	Hope	৩০.২.১৭ ৮০০.০০	১৪.৬.১৭ ৬৯০.১৭	৩০.৬.১৮ ৬৯০.১৭	২০.৬.১৮, ৬৯০.১৭		
BCC-SQTC-G2	২৫.০৭.১৭১৫০.০০	২৮.৭.১৭ ১৫০.০০	QCBS	QCBS	Hope	Hope	০৬.৯.১৭ ১৫০.০০	২১.১১.১৭ ১৩০.৮১	৩০.১২.১৭	৩০.১২.১৭		
BCC-SQTC-G3	০৭.০৯.১৭ ৬৫০.০০	৪.১০.১৭ ৫৫০.০০	OTM	OTM	Hope	Hope	১৬.১০.১৭ ৬৫০.০০	১৬.১১.১৭ ৫৩৩.০৭	৩০.১২.১৭	৩০.১২.১৭		
egp/17-18/02/software	০১.০৪.১৮ ১১৬.০০	৮.৫.১৮ ১১৩.০০	OTM	OTM	Hope	Hope	২৫.৫.১৮ ১১৬.০০	১১.৬.১৮ ১১৫.৯৮	৩০.৬.১৮	২৪.০৬.২০১৮		
BCC-SQTC-S1	৩০.৫.১৮ ১৬০.০০	৩০.৫.১৮ ১৬০.০০	QCBS	QCBS	Hope	Hope	৩০.৬.১৮ ১৬০.০০	২৭.৬.১৮ ১৪৭.০০	৩১.১০.১৮	৩১.১০.১৮		
GD1	১১.৭.১৮ ৩০.১৮	২০.৮.১৮ ৩০.০০	OTM	OTM	Hope	Hope	১২.৮.১৮ ৩০.০০	২৮.৯৭	৩১.১০.১৮	২৩.১০.১৮		
GD2	১২.৭.১৮ ৬২.২৩	২৩.১০.১৮ ৬২.০০	OTM	OTM	Hope	Hope	১২.৮.১৮ ৬২.০০	১৮.১১.১৮ ৫৬.৯৫	৩১.১২.১৮	২৭.১২.১৮		
STQCT-1	১১.৭.১৮, ৭১.৫৮	২০.৮.১৮, ৭১.৫৮	QCBS	QCBS	Hope	Hope	৪.৯.১৮ ৭১.৫৮	৩০.১.১৯ ৬৭.৩	৩১.০৩.১৯	২৪.৩.১৯		

প্যাকেজ	দরপত্র আহ্বানের তারিখ ও প্রাক্কলিত মূল্য		ক্রয়পদ্ধতি		অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ		চুক্তির তারিখ ও চুক্তি মূল্য		কাজ সমাপ্তির তারিখ			বাস্তবায়নে বিলম্ব হলে তারকারণ
	ডিপিপি অনুযায়ী	প্রকৃত	ডিপিপি অনুযায়ী	প্রকৃত	ডিপিপি অনুযায়ী	প্রকৃত	ডিপিপি অনুযায়ী	প্রকৃত	চুক্তি অনুযায়ী	প্রকৃত	সময় বৃদ্ধি সংক্রান্ত	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	
								১				
GD1	২৯.৮.১৯, ৩০০.০০	২৯.৮.১৯ ৩০০.০০	OTM	OTM	Hope	Hope	২৮.১০.১৯৩০০.০০	১.১২.১৯ ২৮৫.৯৩	৩০.১.২০	২৩.১.২০		
GD2	৩.১১.১৯ ৩০০.০০	১.১২.২০ ৩০০.০০	OTM	OTM	Hope	Hope	২৪.১২.১৯ ৩০০.০০	৩০.১.২০ ২৯৭.৬৭	১৫.৩.২০	২৫.০২.২০২০		
GD3	১২.১১.১৯, ২০০.০০	২.৩.২০ ২০০.০০	OTM	OTM	Hope	Hope	২৫.১২.১৯ ২০০.০০	২০.০৫.২০ ১৯৮.৪৫	৩০.৬.২০	১৪.৬.২০		
SQTC-1	১৪.৭.১৯ ১৬০.০০	১৭.১২.১৯ ১৬০.০০	QCBS	QCBS	Hope	Hope	৫.১০.১৯ ১৬০.০০	১৭.১২.১৯ ১৫৬.০৬	২১.৬.২০	১৫.৬.২০		
SQTC-2	১৮.৭.১৯ ১৬৮.০০	১০.০৭.১৯ ১৬৮.০০	QCBS	QCBS	Hope	Hope	৯.১০.১৯ ১৬৮.০০	২.১.২০ ১৬৫.০১	৩০.৬.২০	২৫.৬.২০		
SQTC-3	২৫.২.২০ ৪৫.০০	২৫.৩.২০ ৪৫.০০	QCBS	QCBS	Hope	Hope	২২.৪.২০ ৪৫.০০	২২.৫.২০ ৪৩.০৫	৩০.৬.২০	৩০.৬.২০		
SQTC-4	৭.৮.২০, ৯৫.০০	০৭.৮.২০ ৯৫.০০	QCBS	QCBS	Hope	Hope	২৪.১০.১৯ ৯৫.০০	১৮.৫.২০ ৯২.৯১	৩০.৬.২০	২৮.৬.২০		

১৬। **<u>প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন:</u>**

পরিকল্পনা	অর্জন	পরিদর্শনের আলোকে
(ক) সফটওয়্যারের গুণগত মান পরীক্ষা এবং সার্টিফিকেশন কেন্দ্র স্থাপন;	বিসিসি'র ১৪ তলার উত্তর পার্শ্বে ৪০০০ বর্গফুট জায়গায় আন্তর্জাতিক মানের সফটওয়্যারের গুণগত মান পরীক্ষা এবং সার্টিফিকেশন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।	সরেজমিন পরিদর্শনে দেখা যায়, ৪০০০ হাজার বর্গফুট জায়গায় বিসিসি ভবনের ১৪ তলায় সফটওয়্যারের গুণগত মান পরীক্ষা এবং সার্টিফিকেশন কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে।
(খ) সরকারি দপ্তরসমূহের উন্নয়নকৃত সফটওয়্যার সিস্টেমের মান যাচাই;	৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত সরকারি দপ্তরসমূহের উন্নয়নকৃত ৭০টি সফটওয়্যার সিস্টেমের মান যাচাই করা হয়েছে।	সরেজমিন পরিদর্শনে দেখা যায়, প্রকল্প চলাকালীন ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত ৭০টি সফটওয়্যারের মান যাচাই করা হয়েছে। প্রকল্পের মাধ্যমে অর্জিত সফটওয়্যারের

পরিকল্পনা	অর্জন	পরিদর্শনের আলোকে
		গুণগতমান পরীক্ষা এবং সার্টিফিকেশন কেন্দ্রটির জন্য রাজস্ব খাতে এখন পর্যন্ত কোন জনবল নিয়োগ করা হয়নি। এর কারণে ব্যাপক চাহিদা থাকা সত্বেও জনবলের অভাবে কেন্দ্রটি প্রায় বন্ধ রয়েছে।
(গ) প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার, হার্ডওয়্যার স্থাপন এবং মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে সফটওয়্যার টেস্টিং শিল্পকে উন্নতকরণ ও এতদসংক্রান্ত সচেতনতা তৈরিতে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) কে সহায়তা প্রদান;	প্রয়োজনীয় সংখ্যক সফটওয়্যার ও হার্ড্ওয়্যার টুলস ক্রয় এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন করে এ সেন্টারকে শক্তিশালী করা হয়েছে।	সরেজমিন পরিদর্শনে দেখা যায়, প্রকল্পের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন সফটওয়্যারের গুণগতমান পরীক্ষা এবং সার্টিফিকেশন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ কেন্দ্রে উন্নতমানের সফটওয়্যার ও হার্ডওয়ার টেস্টিংয়ের জন্য বিভিন্ন টুলস স্থাপন করা হয়েছে।
(ঘ) প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে টেস্ট অটোমেশন ইঞ্জিনিয়ার, পারফরমেন্স টেস্ট ইঞ্জিনিয়ার, সিকিউরিটি টেস্ট ইঞ্জিনিয়ার, মোবাইল টেস্ট ইঞ্জিনিয়ার, টেস্ট ম্যানেজার ইত্যাদি দক্ষ জনবল উন্নয়ন;	এ সেন্টারের কার্যক্রমকে গতিশীল করার লক্ষে বিসিসি এবং প্রকল্পের কর্মকর্তাদের টেস্ট অটোমেশন, পারফরমেন্স টেস্ট, সিকিউরিটি টেস্ট, মোবাইল টেস্ট , টেস্ট ম্যানেজার এর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।	সরেজমিন পরিদর্শনে দেখা যায়, এ প্রকল্পের মাধ্যমে স্থাপিত বিভিন্ন সফটওয়্যার ও হার্ডওয়ার টেস্টিংয়ের টুলসগুলো পরিচালনার জন্য প্রকল্পের জনবলকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছিল। কিন্তু প্রকল্পের মাধ্যমে অর্জিত সফটওয়্যারের গুণগত মান পরীক্ষা এবং সার্টিফিকেশন কেন্দ্র পরিচালনার জন্য রাজস্ব খাতে উল্লেখিত ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগ করে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়নি। এ কারণে প্রকল্প পরবর্তী সময়ে কেন্দ্রটি পরিচালনার জন্য কোন দক্ষ জনবল নেই।
ঙ) সফটওয়্যার টেস্টিং, সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট লাইফ সাইকেল (এসডিএলসি), সফটওয়্যার প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট এবং এজাইল প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান;	এ সেন্টারের কার্যক্রমকে গতিশীল করার লক্ষে বিসিসি এবং প্রকল্পের কর্মকর্তাদের সফটওয়্যার টেস্টিং, সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট লাইফ সাইকেল (এসডিএলসি), সফটওয়্যার প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট এবং এজাইল প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।	সরেজমিন পরিদর্শনে দেখা যায়, প্রকল্পের কর্মকর্তাদের সফটওয়্যার টেস্টিং, সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট লাইফ সাইকেল (এসডিএলসি), সফটওয়্যার প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট এবং এজাইল প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
চ) সরকারি দপ্তর সমূহের হার্ডওয়্যার সিস্টেমের মান যাচাই;	সরকারি দপ্তর সমূহের ৪৪ টি হার্ড্ওয়্যার সিস্টেমের মান যাচাই করা হয়েছে।	সরেজমিন পরিদর্শনে দেখা যায়, সরকারি দপ্তর সমূহের ৪৪ টি হার্ড্ওয়্যার সিস্টেমের মান যাচাই করা হয়েছে এবং এ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। কিন্তু দক্ষ জনবলের অভাবে এ কার্যক্রম ব্যহত হচ্ছে।
ছ) এ সেন্টারের সহায়তায় হার্ডওয়্যার টেস্টিং এর সক্ষমতা উন্নয়ন;	এ সেন্টারের হার্ডওয়্যার টেস্টিং এর সক্ষমতা উন্নয়নের জন্য ISO 17025 এবং ISO 15408 সার্টিফিকেট অর্জন করা হয় যা হার্ডওয়্যার টেস্টিং এর মান যাচাই এ সহায়ক হিসেবে কাজ করবে।	সরেজমিন পরিদর্শনে দেখা যায়, এ সেন্টারের হার্ডওয়্যার টেস্টিং এর সক্ষমতা উন্নয়নের জন্য ISO 17025 এবং ISO 15408 সার্টিফিকেট অর্জন করা হয়েছে।

১৭। **উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে তার কারণ:** প্রকল্পটির উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে বলে পরিদর্শনে প্রতীয়মান হয়েছে।

১৭.১। অডিট সম্পাদন ও আপত্তি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য:

অডিটের ধরন	অডিটের অর্থবছর	আপত্তির সংখ্যা	অডিট আপত্তির শিরোনাম ও অর্থের পরিমান	নিষ্পত্তির পর্যায়	আপত্তি নিষ্পত্তির অবস্থা	মন্তব্য
এক্সটার্নাল	২০১৬-১৭	২টি	**১ম আপত্তির শিরোনাম:** যথাযথভাবে প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণ করে ডিপিপিতে বৎসর ওয়ারী ব্যয় প্রাক্কলন না করায় ২০১৬-১৭ আর্থিক সালে প্রাক্কলন অপেক্ষা ৬১৩.৮৩ লক্ষ টাকা কম ব্যয়। **২য় আপত্তির শিরোনাম:** আর্থিক বছর শেষে অব্যয়িত ০.১১ লক্ষ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা না করা প্রসঙ্গে।	নিষ্পন্ন হয়েছে।	২৯/০১/২০২০ তারিখে দ্বিপক্ষীয় সভায় আপত্তি দুটি নিষ্পত্তি হয়েছে বলে প্রকল্প পরিচালক জানান। কিন্তু নিষ্পত্তি পত্র অডিট ডিপার্টমেন্ট থেকে এখনো আসেনি এ কারণে কোন প্রমাণক এই মুহূর্তে প্রকল্প অফিসে নেই।	
এক্সটার্নাল	২০১৭-১৮	২টি	**১ম আপত্তির শিরোনাম:** পরামর্শক ফার্মকে ট্রেনিং প্রদান বাবদ ১০৩.০০ লক্ষ টাকা পরিশোধ। **২য় আপত্তির শিরোনাম:** Software Testing Tools ক্রয়ের/সরবরাহের বিল হতে ১.৪৫ লক্ষ টাকা আয়কর কম কর্তন।	অনিষ্পন্ন	যাবতীয় ডকুমেন্ট (চালানের কপিসহ) ব্রডশীট জবাব প্রেরণ করা হয়েছে। নিষ্পত্তির জন্য অডিট অধিদপ্তরে প্রক্রিয়াধীন।	
এক্সটার্নাল	২০১৮-১৯	২টি	**১ম আপত্তির শিরোনাম:** Mobile Accessories ক্রয়বাবদ ২৮.৯৭ লক্ষ টাকা পরিশোধ। **২য় আপত্তির শিরোনাম:** অর্থবছর শেষে বাজেট বরাদ্দের অব্যয়িত ৮.০৯ লক্ষ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়নি।	১ম টি নিষ্পন্ন হয়েছে। ২য়টি অনিষ্পন্ন রয়েছে।	গত ২৯/০১/২০২০ তারিখে দ্বিপক্ষীয় সভায় ১ম আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে, ২য় আপত্তি নিষ্পত্তি হয়নি। ১ম আপত্তির নিষ্পত্তি পত্র অডিট ডিমার্টমেন্ট থেকে এখনো আসেনি এ কারণে কোন প্রমাণক এই মুহূর্তে প্রকল্প অফিসে নেই।	

১৮। **<u>বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ:</u>**

১৮.১। **মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি সংক্রান্ত**: প্রকল্পটির মূল ডিপিপি ২৩৬৪.৫৭ লক্ষ টাকা প্রাক্কলনে জুলাই ২০১৬ হতে জুন, ২০১৮ মেয়াদে গত ৩০/১০/২০১৬ তারিখে অনুমোদিত হয়েছিল। ১ম সংশোধনীতে প্রাক্কলন ২৫২৫.৫৫ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করে জুলাই, ২০১৬ হতে জুন ২০১৯ মেয়াদে অনুমোদিত হয়। অত:পর প্রকল্পের কার্যক্রমে হার্ডওয়্যার টেস্টিং, টেস্ট

ম্যাচুরিটি লেভেল (টিএমএমআই)-৫ এবং আইএসও ১৭০২৫ ও আইএসও ১৫৪০৮, সফটওয়্যার টুলস নবায়ন অন্তর্ভূক্ত করে পুনরায় প্রাক্কলন ৩৮৬৯.৩৬ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করা হয় ও বাস্তবায়ন মেয়াদ আরো ১ বছর বৃদ্ধি করা হয়। ২ বার সংশোধনের মাধ্যমে প্রাক্কলন বৃদ্ধি পায় ১৫০৪.৭৯ লক্ষ টাকা বা ৬৩.৬৩% ও মেয়াদ বৃদ্ধি পায় ২ বছর বা ১০০%। অর্থাৎ প্রকল্পটি নির্ধারিত মেয়াদ ও প্রাক্কলনের মাধ্যমে সমাপ্ত হয়নি, মেয়াদ ও প্রাক্কলন বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৮.২। **প্রকল্প বাস্তবায়ন অবস্থা**: প্রকল্পের মোট ১৪টি অঙ্গ ছিল, পিসিআর দৃষ্টে দেখা যায়, প্রতিটি অঙ্গের বিপরীতে সংস্থানকৃত অর্থের মধ্যে ব্যয় হয়েছে এবং রাজস্ব ও মূলধনের সকল পণ্য ক্রয় করা হয়েছে সব ধরনের প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হয়েছে। কোন অঙ্গের ব্যয় আরডিপিপি সংস্থানের চেয়ে বেশি হয়নি। ডিপিপি/আরডিপিপিতে প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গের জন্য সংস্থান ছিল ৩৮৬৯.৩৬ লক্ষ টাকা, মোট অবমুক্ত হয় ৩৮৬৮.৫৬ লক্ষ টাকা যার মধ্যে ব্যয় হয়েছে ৩৮৪১.৪৭ লক্ষ টাকা। প্রকল্প পরিচালক জানান, অব্যয়িত ২৭ (সাতাশ) লক্ষ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে।

১৮.৩। **প্রকল্পের জনবল সমস্যা:** প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশে একমাত্র আন্তর্জাতিক মানের সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যারের গুণগতমান পরীক্ষার জন্য পরীক্ষা ও সার্টিফিকেশন সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। এ সেন্টারটি পরিচালনার জন্য দক্ষ ও প্রশিক্ষিত বিভিন্ন পর্যায়ের ২০ জন জনবল প্রয়োজন। প্রকল্প চলাকালীন প্রকল্পের জনবলকে এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে সেন্টারটি পরিচালনা করা হয়েছে। প্রকল্পটি শেষ হয়েছে জুন, ২০২০ সালে, কিন্তু প্রকল্পের মাধ্যমে অর্জিত সফটওয়্যারের গুণগতমান পরীক্ষা এবং সার্টিফিকেশন কেন্দ্র পরিচালনার জন্য রাজস্ব খাতে আইটি ইঞ্জিনিয়ারসহ প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ করে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়নি। এ কারণে প্রকল্প পরবর্তী সময়ে কেন্দ্রটি পরিচালনার জন্য কোন দক্ষ জনবল নেই। দক্ষ জনবলের অভাবে এ কেন্দ্রের কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। প্রকল্পের মাধ্যমে স্থাপিত সার্টিফিকেশন সেন্টারটির কার্যক্রম টেকসই ও শক্তিশালী করার জন্য প্রয়োজনীয় পদ সৃজন করে অনুমোদিত পদের বিপরিতে দ্রুত জনবল নিয়োগ প্রদান করা প্রয়োজন।

১৮.৪। সার্টিফিকেশন সেন্টারের আওতা বৃদ্ধিকরণ: প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশে একমাত্র আন্তর্জাতিক মানের সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যারের গুণগতমান পরীক্ষার জন্য পরীক্ষা ও সার্টিফিকেশন সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। অথচ এ সেন্টারে শুধু সরকারি সংস্থার সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যার পরীক্ষা করা হচ্ছে। প্রাইভেট সেক্টরে এ ধরণের সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যারের মান পরীক্ষার ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। প্রকল্প পরিচালক জানান, প্রাইভেট সেক্টরের সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যারের মান পরীক্ষার সুবিধা সৃষ্টির জন্য নীতিমালা প্রস্তুতের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। নীতিমালা প্রস্তুত হলে সে অনুযায়ী ফি ধার্য করে প্রাইভেট সেক্টরের সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যারের মান পরীক্ষার আওতা বৃদ্ধি পাবে।

১৮.৫। **প্রকল্পের অর্জন**: বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল কর্তৃক "সফটওয়্যারের কোয়ালিটি পরীক্ষা ও সার্টিফিকেশন সেন্টার প্রতিষ্ঠাকরণ" প্রকল্পের মাধ্যমে বিসিসি'র ১৪ তলায় একটি আন্তর্জাতিক মানের টেস্টিং সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে যার আয়তন আনুমানিক ৪০০০ বর্গফুট। এ সেন্টারের মাধ্যমে সফটওয়্যার এবং হার্ডওয়্যার এর ফাংশনাল এন্ড ইউনিট টেস্টিং, পারফরমেন্স এন্ড লোড টেস্টিং, সিকিউরিটি এন্ড ইন্টিগ্রেশন টেস্টিং, এক্সেপটেন্স টেস্টিং ইরোর এন্ড বাগ ফিক্সিং ইত্যাদির গুণগতমান নিশ্চিত করা হচ্ছে। এ সেন্টারের মাধ্যমে অবকাঠামো উন্নয়ন, সফটওয়্যার, হার্ডওয়্যার টেস্টিং টুলসসহ বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে। ইতোমধ্যে এ সেন্টারটি আন্তর্জাতিক টিএমএমআই (টেস্ট ম্যাচুরিটি মডেল ইন্টিগ্রেশন) লেভেল-৩, টিএমএমআই (টেস্ট ম্যাচুরিটি মডেল ইন্টিগ্রেশন) লেভেল-৫ আইএসও ১৭০২৫, আইএসও ১৫৪০৮ সনদ অর্জন করেছে। এ ছাড়াও ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক উন্নয়নকৃত সফটওয়্যার এবং হার্ডওয়্যার এর গুণগতমান নিশ্চিতকরণে "সফটওয়্যার এবং হার্ডওয়্যারের গুণগতমান পরীক্ষাকরণ ও সার্টিফিকেশন নীতিমালা ২০২০" খসড়া নীতিমালা প্রস্তুত করা হয়েছে যা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে উন্নয়নকৃত সফ্টওয়্যারের মান পরীক্ষার চাহিদা নিরূপণের জন্য বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাদের সাথে সভা/সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে।

১৮.৬। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন**: এ প্রকল্পের মাধ্যমে সফটওয়্যারের গুণগতমান পরীক্ষা এবং সার্টিফিকেশন কেন্দ্র স্থাপন, সরকারি দপ্তর সমূহের উন্নয়নকৃত সফটওয়্যার সিস্টেমের মান যাচাই, প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার, হার্ডওয়্যার স্থাপন এবং মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে সফটওয়্যার টেস্টিং শিল্পকে উন্নতকরণ ও এতদসংক্রান্ত সচেতনতা তৈরিতে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) কে সহায়তা প্রদান, প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে টেস্ট অটোমেশন ইঞ্জিনিয়ার, পারফরমেন্স টেস্ট ইঞ্জিনিয়ার, সিকিউরিটি টেস্ট ইঞ্জিনিয়ার, মোবাইল টেস্ট ইঞ্জিনিয়ার, টেস্ট ম্যানেজার ইত্যাদি দক্ষ জনবল উন্নয়ন, সফটওয়্যার টেস্টিং, সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট লাইফ সাইকেল (এসডিএলসি), সফটওয়্যার প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট এবং এজাইল প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান, সরকারি দপ্তর সমূহের উন্নয়নকৃত হার্ডওয়্যার সিস্টেমের মান যাচাই, এ সেন্টারের সহায়তায় হার্ড্ওয়্যার টেস্টিং এর সক্ষমতা উন্নয়ন এই ০৭ টি উদ্দেশ্য ছিল।

উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পের মাধ্যমে বিসিসি ভবনের ১৪ তলায় ৪০০০ হাজার বর্গফুট আয়তনের জায়গায় সফটওয়্যারের গুণগতমান পরীক্ষা এবং সার্টিফিকেশন কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। প্রকল্প চলাকালীন ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত ৭০টি সফটওয়্যারের মান যাচাই করা হয়েছে। স্থাপিত বিভিন্ন সফটওয়্যার ও হার্ডওয়ার টেস্টিংয়ের টুলসগুলো পরিচালনার জন্য প্রকল্পের জনবলকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এ সেন্টারের হার্ডওয়্যার টেস্টিং এর সক্ষমতা উন্নয়নের জন্য ISO 17025 এবং ISO 15408 সার্টিফিকেট অর্জন করা হয়েছে। এ সব কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। তবে প্রকল্পের মাধ্যমে অর্জিত সফটওয়্যারের গুণগত মান পরীক্ষা এবং সার্টিফিকেশন কেন্দ্রটির জন্য রাজস্ব খাতে এখন পর্যন্ত কোন জনবল নিয়োগ করা হয়নি। এ কারণে ব্যাপক চাহিদা থাকা সত্বেও জনবলের অভাবে কেন্দ্রটি প্রায় বন্ধ রয়েছে। প্রকল্পের মাধ্যমে অর্জিত সফটওয়্যারের গুণগতমান পরীক্ষা এবং সার্টিফিকেশন কেন্দ্র পরিচালনার জন্য রাজস্ব খাতে উল্লেখিত ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগ করে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়নি। এ কারণে প্রকল্প পরবর্তী সময়ে কেন্দ্রটি পরিচালনার জন্য কোন দক্ষ জনবল নেই। দক্ষ জনবলের অভাবে এ কেন্দ্রের কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে।

১৮.৭। **প্রকল্পের ক্রয়কার্যক্রম পর্যালোচনা**: প্রকল্পের ডিপিপি/আরডিপিপি পর্যালোচনায় দেখা যায়, পণ্য, কার্য এবং সেবার জন্য ১৮টি প্যাকেজ ছিল। ১৮টি প্যাকেজের মধ্যে ১৮টি প্যাকেজের দরপত্র আহ্বান করে কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে। এই প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্যাকেজগুলোর দরপত্র আহ্বান কার্যক্রম ডিপিপি/আরডিপিপি'র সিডিউল অনুযায়ী করা হয়নি, তবে চুক্তি মেয়াদের মধ্যে কাজ শেষ হয়েছে, চুক্তি মেয়াদ বৃদ্ধি করতে হয়নি।

১৮.৮। অডিট আপত্তি ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত: এ প্রকল্পে ২০১৬-১৭, ২০১৭-১৮ ও ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ৩টি এক্সটার্নাল অডিট হয়েছে এবং ৬টি আপত্তি রয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে উত্থাপিত ১ম আপত্তির শিরোনাম: যথাযথভাবে প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণ করে ডিপিপিতে বৎসর ওয়ারী ব্যয় প্রাক্কলন না করায় ২০১৬-১৭ আর্থিক সালে প্রাক্কলন অপেক্ষা ৬১৩.৮৩ লক্ষ টাকা কম ব্যয়। ২য় আপত্তির শিরোনাম: আর্থিক বছর শেষে অব্যয়িত ০.১১ লক্ষ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা না করা প্রসঙ্গে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে উত্থাপিত ১ম আপত্তির শিরোনাম: পরামর্শক ফার্মকে ট্রেনিং প্রদান বাবদ ১০৩.০০ লক্ষ টাকা পরিশোধ। ২য় আপত্তির শিরোনাম: Software Testing Tools ক্রয়ের/সরবরাহের বিল হতে ১.৪৫ লক্ষ টাকা আয়কর কম কর্তন। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে উত্থাপিত ১ম আপত্তির শিরোনাম: Mobile Accessories ক্রয়বাবদ ২৮.৯৭ লক্ষ টাকা পরিশোধ। ২য় আপত্তির শিরোনাম: অর্থবছর শেষে বাজেট বরাদ্দের অব্যয়িত ৮.০৯ লক্ষ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়নি। ৩টি অর্থবছরে উত্থাপিত ৬টি আপত্তি রয়েছে। গত ২৯/০১/২০২০ তারিখে দ্বিপক্ষীয় সভায় ৩টি আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে বলে প্রকল্প পরিচালক জানান। কিন্তু আপত্তির নিষ্পত্তি পত্র অডিট ডিমার্টমেন্ট থেকে এখনো আসেনি এ কারণে কোন প্রমাণক এই মুহূর্তে প্রকল্প অফিসে নেই। ৩টি আপত্তির প্রেক্ষিতে জবাব প্রেরণ করা হয়েছে, এখনো দ্বিপক্ষীয় বা ত্রিপক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়নি, যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। আপত্তিগুলো দ্রুত নিষ্পত্তি করা প্রয়োজন।

১৮.৮। **সুবিধাভোগীর মতামত:** এ সেন্টারের মাধ্যমে দেশের সরকারি পর্যায়ে উন্নয়ন/ক্রয়কৃত সফটওয়্যার, মোবাইল এ্যাপস, মোবাইল গেমস, কম্পিউটার হার্ডওয়্যার, নেটওয়ার্ক যন্ত্রাদি ইত্যাদির ফাংশনাল এন্ড ইউনিট টেস্টিং, পারফরমেন্স এন্ড লোড টেস্টিং, সিকিউরিটি এন্ড ইন্টিগ্রেশন টেস্টিং, এক্সেপটেন্স টেস্টিং ইরোর এন্ড বাগ ফিক্সিং ইত্যাদির গুণগতমান নিশ্চিত করা হচ্ছে। পরিদর্শনের সময় যেসব অফিসের সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যার টেস্ট করা হয়েছে সে অফিসের কয়েকজনের সাথে কথা হয়েছে। এ সেন্টারের কার্যক্রম সন্তোষজনক বলে জানিয়েছেন এবং সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যারের গুণগতমান পরীক্ষাকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম এ সেন্টারের মাধ্যমে পরীক্ষা করা প্রয়োজন বলে মতামত প্রদান করেন। এ প্রকল্পের মাধ্যমে স্থাপিত টেস্টিং ল্যাবে শুধু সরকারি সংস্থার সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যার টেস্ট করা হচ্ছে, কোন প্রাইভেট সংস্থার সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যার টেস্ট করা হচ্ছে না। সরকারি ও বেসরকারি উভয় সংস্থার ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। এছাড়া এ সেন্টারে প্রাইভেট সংস্থার সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যার টেস্ট করা হবে কিনা বা তা করা হলে কি পরিমান ফি নির্ধারণ হবে এ বিষয়ে কোন নীতিমালা তৈরি হয়নি।

১৯। **মতামত/সুপারিশ** :

১৯.১। প্রকল্পটি নির্ধারিত মেয়াদ ও প্রাক্কলনে শেষ হয়নি, মেয়াদ বৃদ্ধি পেয়েছে ২৪ মাস বা ১০০% এবং প্রাক্কলন বৃদ্ধি পেয়েছে ১৫০৪.৭৯ লক্ষ টাকা বা ৬৩.৬৩%। মন্ত্রণালয়/বাস্তবায়নকারী সংস্থার পরবর্তী নতুন প্রকল্পের ক্ষেত্রে মেয়াদ ও প্রাক্কলন এমনভাবে করতে হবে যাতে মেয়াদ ও প্রাক্কলন বৃদ্ধি করতে না হয়।

১৯.২। ২০১৬-১৭, ২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৩ টি এক্সটার্নাল অডিটে ৬টি আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে এবং এর সাথে ৭৫৫.৪৫/- লক্ষ টাকার সম্পৃক্ততা রয়েছে। আপত্তিগুলো নিষ্পত্তির জন্য জবাব প্রেরণ করা হয়েছে। অনিষ্পন্ন আপত্তিগুলো দ্রুত নিষ্পন্ন করতে হবে এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরের অডিট দ্রুত সম্পন্ন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৯.৩। প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত যন্ত্রপাতিগুলো সংস্থার টিওএন্ডই ভুক্ত করতে হবে, মূলধনি যন্ত্রপাতিগুলোর ওয়ারেন্টি পিরিয়ডের পর সচল রাখার জন্য নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রাজস্ব বাজেটে বাৎসরিক পর্যাপ্ত বরাদ্দ রাখতে হবে ।

১৯.৪। প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশে একমাত্র আন্তর্জাতিক মানের সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যারের গুণগতমান পরীক্ষার জন্য পরীক্ষা ও সার্টিফিকেশন সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। অথচ এ সেন্টারে প্রাইভেট সেক্টরের সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যারের মান পরীক্ষা করা হচ্ছে না। দ্রুত নীতিমালা প্রস্তুত করে সে অনুযায়ী ফি ধার্য করে প্রাইভেট সেক্টরের সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যারের মান পরীক্ষার আওতা বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা নিতে হবে।

১৯.৫। প্রকল্পটি শেষ হয়েছে জুন, ২০২০ সালে, কিন্তু রাজস্ব খাতে এখনো জনবল নিয়োগ করে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করা হয়নি। এ কারণে প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম ভালভাবে পরিচালিত হচ্ছে না। প্রকল্পের মাধ্যমে স্থাপিত সার্টিফিকেশন সেন্টারটির কার্যক্রম টেকসই ও শক্তিশালী করার জন্য প্রয়োজনীয় পদ সৃজন করে অনুমোদিত পদের বিপরিতে দ্রুত জনবল নিয়োগ প্রদানের ব্যবস্থা নিতে হবে।

১৯.৬। উপর্যুক্ত সুপারিশ/মতামত অনুযায়ী প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/সংস্থা কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে আগামী ১ (এক) মাসের মধ্যে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ-কে অবহিত করতে হবে।

ডিজিটাল আইল্যান্ড মহেশখালী (১ম সংশোধিত) শীর্ষক **প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন**
(সমাপ্ত: ডিসেম্বর, ২০১৯)

১। প্রকল্পের নাম: ডিজিটাল আইল্যান্ড মহেশখালী (১ম সংশোধিত)।

২। প্রকল্পের ধরন (বিনিয়োগ/কারিগরি সহায়তা/সমীক্ষা): কারিগরি সহায়তা।

৩। অর্থায়নের উৎস: জিওবি ও প্রকল্প সাহায্য।

৩.১। উন্নয়ন সহযোগী: International Organization for Migration (IOM) এবং Korea Telecom (KT)।

৪। উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ।

৪.১। বাস্তবায়নকারী সংস্থা: বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল।

৫। (ক) প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল :

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল মোট টাকা প্রঃ সাঃ	সর্বশেষ সংশোধিত (১ম সংশোধিত)	মোট টাকা প্রঃ সাঃ	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত (১ম সংশোধিত)			
১	২	৩	৪	৫	৭	৮	৯
২০৫৭.৭০ ৪৪৬.০০ ১৬১১.৭০	২০০১.১৬ ৩৮৯.৪৬ ১৬১১.৭০	১৯৬৮.৮১ ৩৫৭.১১ ১৬১১.৭০	জানুয়ারি, ২০১৭ থেকে ডিসেম্বর, ২০১৮	জানুয়ারি, ২০১৭-ডিসেম্বর, ২০১৯	জানুয়ারি, ২০১৭-ডিসেম্বর, ২০১৯	--	১ বছর (৩৩.৩৩%)

০৬। **প্রকল্প এলাকা:** মহেশখালী, কক্সবাজার।

০৭। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য:

- ❖ উচ্চগতির ইন্টারনেট নেটওয়ার্ক এবং তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে দ্বীপের অধিবাসীদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন;
- ❖ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, তথ্য ও জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে জনসেবার মান উন্নয়ন;
- ❖ উচ্চ-গতির তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে মহেশখালীর সুনির্দিষ্টকৃত জনগণের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্যে প্রবেশাধিকারের মাধ্যমে জ্ঞান উন্নয়ন;
- ❖ সুনির্দিষ্টকৃত সেবা প্রদানকারী ও সেবা গ্রহণকারীগণের নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে আইসিটি ব্যবহারে তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
- ❖ শহর ও দ্বীপাঞ্চলের অধিবাসীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবধান কমিয়ে আনা; এবং
- ❖ দ্বীপের অধিবাসীদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের মাধ্যমে প্রতিকূল অবস্থায় অনিয়মিত অভিবাসন হ্রাস করা।

০৮। **প্রকল্পের পটভূমি:** বাংলাদেশ সরকারের সকল পর্যায়ে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মানে ব্যাপক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এর প্রধান লক্ষ্য ২০২১ সালের মধ্যে প্রযুক্তিভিত্তিক বিশেষতঃ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) ভিত্তিক উন্নয়নের মাধ্যমে দেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করা। প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ও ব্যবহারে দেশের উপকূলীয় দ্বীপাঞ্চলগুলো পিছিয়ে আছে। উপকূলীয় দ্বীপগুলোকে ডিজিটাল প্রযুক্তি সুবিধা পৌঁছে দিতে বিসিসি কর্তৃক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পটি আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (IOM) ও কোরিয়া টেলিকম (KT) এর সহযোগিতায় বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়েছে। কোরিয়া টেলিকম প্রকল্পের আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতা এবং আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা ডিজাইন ও বাস্তবায়নে সহযোগিতা করছে।

০৯। **প্রকল্পের অনুমোদন প্রক্রিয়া:** প্রকল্পটির মূল টিপিপি ২০৫৭.৭০ (জিওবি ৪৪৬.০০+ প্র:সা: ১৬১১.৭০) লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০১৭ থেকে ডিসেম্বর, ২০১৮ মেয়াদে গত ১৫/০৫/২০১৭ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীকালে টিপিপিটি গত ২৬/১১/২০১৯ তারিখে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক ১ম সংশোধন করা হয়। সংশোধিত টিপিপি'র প্রাক্কলিত ব্যয় নির্ধারণ করা হয় ২০০১.১৬ (জিওবি ৩৮৯.৪৬ + ১৬১১.৭০) লক্ষ টাকা এবং মেয়াদ নির্ধারণ করা হয় জানুয়ারি, ২০১৭ হতে ডিসেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত ০১ (এক) বছর বা ৩৩.৩৩% বৃদ্ধি করা হয় এবং প্রাক্কলন হ্রাস পেয়েছে ৫৬.৫৪ লক্ষ টাকা বা ২.৮২%।

১০। প্রকল্পের মূল কার্যক্রম: প্রকল্পের মূল কার্যক্রম হচ্ছে-

- মাইক্রোওয়েভ টাওয়ার নির্মাণ;
- ইন্টারনেট লাইন স্থাপন ও সংযোগ;
- স্থানীয় প্রশিক্ষণ;
- সেমিনার কনফারেন্স;
- আইটি স্পেস মেরামত ও সংস্কার;
- কম্পিউটার ও কম্পিউটার এক্সেসরিজ সরবরাহ;
- বিটিসিএলে যন্ত্রপাতি সরবরাহ ও স্থাপন ইত্যাদি।

১১। মূল্যায়ন পদ্ধতিঃ প্রকল্পটির সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নে নিম্নোক্ত বিষয়/পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে:

- প্রকল্পের টিপিপি পর্যালোচনা;
- প্রকল্পের PCR পর্যালোচনা;
- বিভিন্ন কমিটির কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই ও তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিন পরিদর্শন;
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা ও মতামত গ্রহণ;

১২। প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন: প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) অনুযায়ী প্রকল্পটির অঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি (জিওবি অংশ) নিম্নে দেয়া হল:

(লক্ষ টাকায়)

পিসিআর অনুযায়ী কাজের বিভিন্ন অঙ্গের নাম	একক	অনুমোদিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
কর্মকর্তার বেতন	২ জন	২.৬৪	**১০০%**	২.২১	**১০০%**
কর্মচারীদের বেতন	২ জন	২.৪২	**১০০%**	২.১৩	**১০০%**
ভাতাদি	৪ জন	৫.২১	**১০০%**	৪.৫১	**১০০%**
যাতায়াত খরচ	৮৬ দিন	১০.০০	**১০০%**	৫.৯৪	**১০০%**
বৈদেশিক ভ্রমণ	থোক	৩১.৭৫	**১০০%**	৩১.১৯	**১০০%**
ট্যাক্স	থোক	০.১০	১০০%	--	১০০%
ডাক	--	০.১০	**১০০%**	--	**১০০%**
টেলিফোন	থোক	০.৫	**১০০%**	--	**১০০%**
ইন্টারনেট/ফ্যাক্স/ট্যালেক্স	থোক	১৩.০০	**১০০%**	১১.৬৪	**১০০%**
বিদ্যুৎ	থোক	০.৩০	**১০০%**	--	**১০০%**
পানি	থোক	০.১০	**১০০%**	--	**১০০%**
ব্যাংক চার্জ	থোক	০.৫০	**১০০%**	০.২৯	**১০০%**
মুদ্রন এবং বাধাই	থোক	৫.০০	**১০০%**	৪.১৭	**১০০%**
অন্যান্য স্টেশনারি	থোক	১.৫০	**১০০%**	১.০৮	**১০০%**
স্থানীয় প্রশিক্ষণ	থোক	৬.৭৪	**১০০%**	৬.৭৩	**১০০%**
সেমিনার/কনফারেন্স	১টি	**২০.০০**	**১০০%**	৯.৬০	**১০০%**

আপ্যায়ন ব্যয়	থোক	৮.০০	**১০০%**	৩.১৩	**১০০%**
সম্মানি	থোক	১৫.০০	**১০০%**	১১.১১	**১০০%**
ফ্রেইট এন্ড ট্রান্সপোর্ট ব্যয়	১টি	২০.০০	**১০০%**	১৮.৬৯	**১০০%**
অফিস মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	০.৫০	**১০০%**	--	**১০০%**
বিবিধ	থোক	১০.০০	**১০০%**	৯.৪৪	**১০০%**
টেলিকমিউনিকেশন (মাইক্রওয়েভ)	১ সেট	১৯৫.০০	**১০০%**	১৯৪.৪৫	**১০০%**
অফিস যন্ত্রপাতি	থোক	১৫.০০	**১০০%**	১৪.৭০	**১০০%**
বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি (ব্যাক-আপ ব্যাটারি)	২টি	৮.৭২	**১০০%**	৮.৭২	**১০০%**
বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি (রেক্টিফায়ার)	২টি	৯.২০	**১০০%**	৯.২০	**১০০%**
আসবাবপত্র এবং ডেকোরেশন	থোক	৮.১৮	**১০০%**	৮.১৮	**১০০%**
মোট খরচ		৩৮৯.৪৬	**১০০%**	৩৫৭.১১	**১০০%**

(প্রকল্প সাহায্য অংশ)

পিসিআর অনুযায়ী কাজের বিভিন্ন অঙ্গের নাম	একক	অনুমোদিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
জেলা, উপজেলা ও জাতীয় পর্যায়ে সমন্বয় সভা	থোক	০.৬৪	৮৮.৮৯%	০.৭২	**১০০%**
ইংরেজি ভাষার ওপর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে Distance learning programme	থোক	৫৪.৩৪	৮৮.৮৯%	৬১.১৩	**১০০%**
ডিজিটাল ক্লাসরুমের সমস্যা সমাধান এবং রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে স্কুল শিক্ষকদের দীর্ঘমেয়াদী কম্পিউটার প্রশিক্ষণ	থোক	২.৪১	৮৮.৮৯%	২.৭১	**১০০%**
ঢাকায় শিক্ষা সফর	থোক	৫.৬৪	৮৮.৮৯%	৬.৩৪	**১০০%**
শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের ই-লার্নিং বিষয়ে সচেতনতামূলক কর্মসূচী	থোক	৪.০২	৮৮.৮৯%	৪.৫২	**১০০%**
মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন	থোক	২.৫০	৮৮.৮৯%	২.৮১	১০০%
মোবাইল স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ের ওপর প্রশিক্ষণ	থোক	৪.৮২	৮৮.৮৯%	৫.৪৩	**১০০%**
মোবাইল স্বাস্থ্যসেবার সরঞ্জামাদি রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	০.৪০	৮৮.৯০%	০.৪৫	**১০০%**
মোবাইল হেলথ কেয়ার এর জন্য সরঞ্জামাদি সরবরাহ	থোক	২.৭০	৮৮.৯০%	৩.০৪	**১০০%**
কমিউনিটি আইটি ক্লাব পরিচলনা	থোক	১.৯৩	৮৮.৮৯%	২.১৭	**১০০%**
কমিউনিটি আইটি ক্লাব রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	১.৮১	৮৮.৮৯%	২.০৩	**১০০%**
প্যাকেজিং	থোক	৪.০২	৮৮.৮৯%	৪.৫২	**১০০%**
প্রকল্প মূল্যায়নের জন্য পরামর্শক নিয়োগ	থোক	৪.০২	৮৮.৮৯%	৪.৫২	**১০০%**

১৩। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ: টিপিপি'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের সকল কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

১৪। পরিদর্শন: প্রকল্পটি সমাপ্তির পর প্রকল্পের কার্যক্রম মূল্যায়নের নিমিত্ত বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের ৭ নং সেক্টরের উপ-পরিচালক কর্তৃক গত ১৩/০৮/২০২২ তারিখে কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলার প্রকল্প এলাকায় সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক থেকে সহযোগিতা করেননি। মহেষখালী সমাজসেবা কার্যালয়ের একজন কর্মকর্তা ও IOM এর একজন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। তবে মহেষখালী উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোঃ ইয়াসিন এবং স্থানীয় সাংবাদিক মোঃ হাসান উপস্থিত থেকে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি দিয়ে সহযোগিতা করেন।

১৫। পর্যবেক্ষণসমূহ:

১৫.১। পিসিআরে জিওবি ও প্রকল্প সাহায্য অংশের ব্যয়ের তথ্য আলাদা আলাদা করে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকল্প সাহায্য অংশের অনেক অঙ্গের ব্যয়ের তথ্যাদি বাদ পড়েছে। এছাড়া, কোন কোন অঙ্গের ব্যয় টিপিপি'র সংস্থানের চেয়ে বেশি দেখানো হয়েছে। এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি জানান যে, প্রকল্প সাহায্য অংশের ব্যয় আইওএম কর্তৃক সম্পাদিত হয়েছে। তারা ব্যয়ের তথ্য প্রকল্প দপ্তরে প্রেরণ করেনা। বারবার টেলিফোন করার পর কিছু অঙ্গের ব্যয় সরবরাহ করা হয়েছে এবং তা পিসিআরে উল্লেখ করা হয়েছে। জিওবি অংশের প্রতিটি অঙ্গের বিপরীতে সংস্থানকৃত অর্থের মধ্যে ব্যয় হয়েছে। কোন অঙ্গের ব্যয় টিপিপি'র সংস্থানের চেয়ে বেশি হয়নি। তবে প্রকল্পটির সন্মানি খাতে ১৫.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে ১১.১১ লক্ষ টাকা পিসিআরে ব্যয় দেখানো হয়েছে। পরিদর্শনে জানা যায়, প্রকল্পের আওতয় ৬টি স্টিয়ারিং, ৪টি পিআইসি ও ১টি ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মোট ১১টি সভায় সন্মানী বাবদ ৫.৮৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হওয়ার কথা। কিন্তু পিসিআরে ব্যয় দেখানো হয়েছে ১১.১১ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ২০০১.১৬ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ১৯৬৮.৮১ লক্ষ টাকা বা ৯৮.৩৮%। অব্যয়িত অর্থ চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে।

১৫.২। প্রকল্পের আওতায় বিটিসিএল এর মাধ্যমে মহেশখালী দ্বীপের তিনটি নির্বাচিত ইউনিয়নের ১০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২টি মাদ্রাসা, মহেশখালী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, চারটি কমিউনিটি ক্লিনিক, ইউএনও অফিস, মহেশখালী পৌরসভা অফিস, মহেশখালী থানা, উপজেলা শিক্ষা অফিস, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার কার্যালয়, একটি আইটি ট্রেনিং সেন্টার, একটি কমিউনিটি ক্লাব, একটি ই-ব্যবসা কেন্দ্র ও তিনটি Agriculture Information & Communication Centre (AICC) এ হাই-স্পীড ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করা হয়েছিল। কিন্তু পরিদর্শনে দেখা যায় যে, প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পর বিটিসিএল কর্তৃক ইন্টারনেট সংযোগ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রয়েছে। যার ফলে উপর্যুক্ত ইন্টারনেট সেবাসমূহ বর্তমানে আর বিদ্যমান নেই। নেটওয়ার্ক সিস্টেম অপারেশন ও রক্ষাণাবেক্ষণ বিষয়ে বিসিসি ও বিটিসিএল এর মধ্যে সম্পাদিত সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী প্রকল্প শেষে প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত নেটওয়ার্ক ও অন্যান্য যন্ত্রপাতির অপারেশন ও রক্ষণাবেক্ষণ বিটিসিএল করবে। এ লক্ষ্যে কক্সবাজার ও মহেশখালী উপজেলার ১০ জন বিটিসিএল কর্মকর্তাকে Provisional Acceptance Test (PAT) বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

১৫.৩। প্রকল্প শেষে ইন্টারনেট সেবা অব্যাহত রাখতে সরকারি প্রাইমারী স্কুলসমূহের প্রধান শিক্ষকগণ এবং উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার ভাষ্য মতে স্কুলের School-Level Improvement Plan (SLIP) Fund থেকে ইন্টারনেট বিল পরিশোধ করার কথা থাকলেও তা বর্তমানে কার্যকর অবস্থা নেই। কারণ ইন্টারনেট সেবা বন্ধ এবং কম্পিউটার সামগ্রি নষ্ট থাকায় উপকারভোগীরা প্রকল্পের কার্যক্রম গ্রহণে আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে।

১৫.৪। মহেশখালী আইল্যান্ডের বর্তমান মাইক্রোওয়েভ টাওয়ারে নতুন যন্ত্রপাতি ইনস্টল করে GiGA মাইক্রোওয়েভ কমিউনিকেশন চালু করা হয়েছে। মহেশখালী বিটিসিএল কম্পাউন্ডে একটি ৫০ মি. উচ্চতার Self-Supported নতুন টাওয়ার নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এক্সচেঞ্জের জন্য ২ সেট ব্যাকআপ ব্যাটারী ও ২টি রেক্টিফায়ার সংগ্রহ ও স্থাপন করা হয়েছে। মহেশখালী বিটিসিএল এক্সচেঞ্জ কম্পাউন্ডে ১টি ৩০ কেভিএ জেনারেটর ক্রয়, ইনস্টলেশন ও টেস্টিং, জেনারেটরের জন্য একটি রুম তৈরি, নতুন এক্সচেঞ্জ ভবন তৈরি, পুরাতন এক্সচেঞ্জ ভবনের মেরামত ও স্যানেটারি কাজ, জেনারেটরের রুম ও নতুন ইকুইপমেন্ট রুমের ওয়্যারিং এবং আর্থিং এর কাজ, এক্সচেঞ্জের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ করা হয়েছে মর্মে পিসিআরে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও, কক্সবাজার জেলা সদরে মাইক্রোওয়েভ এন্টেনা, নেটওয়ার্ক সুইচ রাউটার ইত্যাদি সরবরাহ এবং স্থাপন করে দেয়া হয়েছে। পূর্ব থেকেই মহেশখালী বিটিসিএল অফিসকে অবহিত না করায় অফিসটি বন্ধ অবস্থায় পাওয়া যায়। যার ফলে পরিদর্শনে প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত যন্ত্রপাতিগুলো সচল ও অপারেশনে রয়েছে কিনা তা যাচাই করা সম্ভব হয়নি। তবে কক্সবাজার জেলায় স্থাপিত

মাইক্রোওয়েভ এন্টিনাটি সচল এবং অপারেশনে রয়েছে মর্মে কক্সবাজার জেলার বিটিসিএল কর্মকর্তা অবহিত করেছেন এবং পরিদর্শনেও সেটি দৃশ্যমান পাওয়া যায়।

১৫.৫। প্রকল্পের অন্যতম অঙ্গ হচ্ছে প্রশিক্ষণ। ১০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১ম-৩য় শ্রেণি পর্যন্ত এবং ২টি মাদ্রাসায় জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (NCTB) এর কারিকুলাম এবং টেক্সটবুক অনুসরণে প্রস্তুতকৃত কারিকুলামে একটি অনলাইন স্কুল সিস্টেমের মাধ্যমে ইংরেজি বিষয়ের উপর দূর প্রশিক্ষণ (Distance Learning) প্রোগ্রাম সম্পন্ন করা হয়েছে। ভালোভাবে ডিসটেন্স লার্নিং ক্লাস পরিচালনা এবং মাল্টিমিডিয়া শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারের বিষয়ে TOT প্রশিক্ষণ এবং বিভিন্ন সচেতনতা বৃদিধমূলক কর্মশালার মাধ্যমে ৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের স্বক্ষমতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ই-শিক্ষা এবং ক্লাসে মাল্টিমিডিয়া কনটেন্ট ব্যবহারের সুবিধা বিষয়ক কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। ১০টি স্কুল থেকে ২০ জন শিক্ষক নিয়ে ডিজিটাল কনটেন্ট ব্যবহার করে মাল্টিমিডিয়া ক্লাস পরিচালনা সংক্রান্ত আইসিটি প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে। ১০টি সরকারি স্কুলে ৩টি করে ডেস্কটপ কম্পিউটার, ৩টি কম্পিউটার টেবিল ও ৬টি চেয়ার প্রদান করা হয়েছে। ১০টি স্কুলে ১টি করে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম প্রস্তুত করে দেয়াসহ ১০টি প্রাইমারী স্কুলের ১৭ জন শিক্ষক এবং উপজেলা শিক্ষা অফিসের ৩ জন কর্মকর্তা নিয়ে জাগো ফাউন্ডেশনের সমন্বয়ে ঢাকায় একটি ২ দিনের শিক্ষা সফরের আয়োজন করা হয়।

১৫.৬। তথ্যে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মহেষখালীর ৫৬ জন যুবক-যুবতীদের কে ৩ মাস ব্যাপী আইসিটি বিষয়ক (Basic Computer & Office Application) বিষয়ে প্রশিক্ষন দেয়া হয়েছে। ১০টি প্রাইমারী স্কুলের প্রায় ১১০০ জন অভিভাবক নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রোগ্রাম করা হয়েছে। মহেশখালী আইটি স্পেস এর সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত স্কিল ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং সেন্টরের মহেশখালীর ১০টি প্রাথমিক সরকারি স্কুলের ২২ জন শিক্ষককে বেসিক কম্পিউটিং এন্ড মেকিং অফ ডিজিটাল কন্টেন্ট এর ওপর ২ মাস ব্যাপী প্রশিক্ষন দেয়া হয়েছে। এছাড়া, Modern Cultivision technique & Usage of e-Commerce Plat-form বিষয়ে ওপর ৭টি ব্যাচে ১৫৫ জন কিশোরকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। প্রকল্প এলাকার কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় যে সমস্ত প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে তা শিক্ষকগণ গ্রহণ করেছেন মর্মে জানিয়েছেন। তবে বর্তমানে ইন্টারনেট সেবা না থাকার কারণে তারা প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান কাজে লাগাতে পারছে না। তাছাড়া, যে সমস্ত কম্পিউটার প্রকল্পের আওতায় সরবরাহ করা হয়েছে তা পুরাতন স্যামসাং ব্রান্ডের। অধিকাংশ কম্পিউটারগুলো বর্তমানে অচল অবস্থায় রয়েছে। যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন তারা বর্তমানে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অধ্যায়নরত থাকায় তাদের কাছ থেকে প্রশিক্ষণের ফিড-ব্যাক নেয়া সম্ভব হয়নি।

১৫.৭। প্রকল্পের আওতায় দূর থেকে মাতৃত্ব এবং শিশু স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের জন্য জেলা পর্যায়ের মেডিকেল অফিসারদের Mobile Ultrasound এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। Urine tester, Mobile Ultra-sonograph, Blood Tester ইত্যাদি যন্ত্রপাতি প্রদান এবং এ সকল যন্ত্রপাতি ব্যবহার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। মহেশখালী আইল্যান্ডের ৪টি কমিউনিটি হেলথ ক্লিনিক এবং উপজেলা হেলথ কমক্লেক্সের সরকারি স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারীদের Mobile Healthcare যন্ত্রপাতির ব্যবহারের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। মহেশখালী আইল্যান্ডের ৪টি কমিউনিটি হেলথ ক্লিনিকে ১টি করে, মহেশখালী হেলথ কমপ্লেক্সে ২টি এবং কক্সবাজার সদর হসপিটালে ৩টি Mobile Ultrasound যন্ত্র দেয়া হয়েছে। মহেশখালী হেলথ কমপ্লেক্স ও কক্সবাজার সদর হসপিটালে ১টি করে Blood Tester দেয়া হয়েছে। ২৭টি কমিউনিটি ক্লিনিকে ১টি করে Urine Analyzer দেয়া হয়েছে। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সাথে যোগাযোগের জন্য কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (Telemedicine Equipment) সেট আপ করে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হচ্ছে। পরিদর্শনে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করা হয়। মতবিনিময়ে তারা জানিয়েছেন যে, প্রকল্পের আওতায় যে সমস্ত মেডিকেল ইকুইপমেন্ট সরবরাহ করা হয়েছে তার মধ্যে ব্লাড টেস্টার নষ্ট হয়ে গেছে। অন্যান্য যন্ত্রপাতি সচল অবস্থায় রয়েছে। উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সে ইন্টারনেট সংযোগ থাকলেও ৪টি ক্লিনিকে ইন্টারনেট সংযোগ না থাকায় দূর থেকে মাতৃত্ব এবং শিশু স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না।

১৫.৮। প্রকল্পের অন্যতম অঙ্গ হচ্ছে ই-কমার্স সেবা সম্প্রসারণ। এ ক্ষেত্রে মহেশখালীভিত্তিক পণ্য বিক্রয়ের বিপনন কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মহেশখালীর ৩১ জন উৎপাদনকারী এবং উদ্যোক্তাদের নিয়ে Elevated fish-net ও fish-drier এর মাধ্যমে জৈব পদ্ধতিতে শুটকি মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণ এর উপর ৩ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। এ প্রশিক্ষণে তাদের জৈব পদ্ধতিতে শুটকি মাছ প্রস্তুত করা, পাশাপাশি এই শুটকি মাছের ব্যবসা কিভাবে লাভজনক এবং

টেকসই করা যায়, শুটকি মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং প্যাকেজিং এর উপর হাতে-কলমে শিক্ষা দেয়া হয়। "Coast Trust" নামে একটি NGO এর মাধ্যমে শুটকি মাছ উৎপাদনকারীদের সক্ষমতা উন্নয়নে কাজ করে। শুটকি মাছ সংরক্ষণের জন্য ৫১০০০টি পলি-প্যাকেট প্রকল্প হতে সরবরাহ করা হয়। "Love From Moheshkhali" নামে একটি ফেইসবুক পেইজ এর মাধ্যমে শুটকি মাছ এর উপর ডিজিটাল মার্কেটিং ক্যাম্পেইন করা হয়েছে। সরেজমিনে দেখা যায় যে, ই-কমার্স সেন্টারটি চালু রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে ৯ জন যুবক-যুবতী স্বাবলম্বী হয়েছেন। তারা অনলাইন ব্যবসার মাধ্যমে শুটকি মাছ বিক্রি করছেন। কিন্তু বিটিসিএল কর্তৃক স্থাপিত অপটিক্যাল ফাইবার লাইন গত ০১ (এক) বছর ধরে নষ্ট থাকায় ব্যবসা পরিচলনা করা কিছুটা বিঘ্ন হচ্ছে। বর্তমানে তারা বেসরকারী নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে অনলাইন ব্যাবসার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন।

১৫.৯। প্রকল্পের আওতায় মহেশখালী উপজেলায় ৩টি Agriculture Information Communication (AICC)-কেন্দ্র তৈরি করে দেয়া হয়েছে। কেন্দ্র ৩টি হচ্ছে (১) AICC, Boro Moheshkhali. (২) AICC, Choto Moheshkhali. (৩) AICC, Pourosova. প্রতিটি কেন্দ্রে মাল্টিমিডিয়া প্রোজেক্টর, জেনারেটর, সাউন্ড সিস্টেম, আইপিএস, ল্যাপটপ, ইন্টারনেট সংযোগ, কৃষিজ যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র ইত্যাদি প্রদান করা হয়েছে। সরেজমিনে দেখা যায় যে, AICC-তে কোন ইন্টারনেট সংযোগ নেই। এছাড়া, প্রকল্পের আওতায় সরবরাহকৃত কৃষিজ যন্ত্রপাতি অব্যবহৃত অবস্থায় অকেজো হয়ে পড়ে রয়েছে।

১৫.১০। প্রকল্পের আওতায় দু'তলা ভবন বিশিষ্ট একটি পুরাতন সাইক্লোন শেল্টারকে মেরামত ও সংস্কার করে এর নিচ তলায় ই-ব্যবসা কেন্দ্র এবং দ্বিতীয় তলায় কমিউনিটি ক্লাব ও Skill Development Training Centre প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। Skill Development Training Centre টি উপজেলা সমাজ সেবা কার্যালয়ের নিকট হস্তান্তর করা হলেও কমিউনিটি ক্লাবটি পরিদর্শনকালীন সময় পর্যন্ত হস্তান্তর করা হয়নি। প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পর এটি উপজেলা প্রশাসন এর নিকট হস্তান্তর করার কথা থাকলেও বর্তমানে আইওএম এটিকে নিজেদের অফিস হিসেবে ব্যবহার করছে।

১৬। <u>প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম:</u>

প্রকল্পের ক্রয়সংক্রান্ত তথ্যাদি পিসিআরে উল্লেখ করা হয়নি। পরিদর্শনে এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকের নিকট জানতে চাওয়া হলে তিনি জানিয়েছেন যে, প্রকল্পের প্রকল্প সাহায্য অংশের ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে উন্নয়ন সহযোগি সংস্থা International Organization for Migration (IOM) এবং Korea Telecom (KT) এর অর্থায়নে। তারা ক্রয় কার্যক্রমের কোন তথ্য প্রকল্প দপ্তরে প্রদান করেনি। প্রকল্পের জিওবি অংশের ক্রয় কার্যক্রমের অধিকাংশ প্যাকেজ হচ্ছে পণ্য (Goods)। এই পণ্যগুলো ক্রয় করা হয়েছে বিটিসিএলকে ডিপোজিট ওয়ার্ক এর মাধ্যমে।

১৬.১। চুক্তিসমূহ যাচাই এবং পর্যালোচনার প্রাপ্ত তথ্যাদিঃ আলোচ্য প্রকল্পের জন্য মহেশখালী বিটিসিএল কম্পাউন্ডে ৫০ মি. উচ্চতাসম্পন্ন একটি সেল্ফ সাপোর্টেড নতুন টাওয়ার নির্মাণ, ২ সেট ব্যাক-আপ ব্যাটারি ও ২টি রেক্টিফায়ার সংগ্রহ, নিরাপত্তা ওয়াল নির্মাণ, ইক্যুইপমেন্ট কক্ষ নির্মাণ, জেনারেটর ক্রয় ও কক্ষ নির্মাণ, নতুন এক্সচেঞ্জ ভবন তৈরিসহ আনুষঙ্গিক কাজ বিটিসিএল এর মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে। বিটিসিএল উক্ত পণ্যসমূহের ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে। ক্রয় সংক্রান্ত কোন তথ্যাদি প্রকল্প দপ্তরে পাওয়া যায়নি, বিধায় ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদি যাচাই করা সম্ভব হয়নি।

১৭। **অডিট নিষ্পত্তি সংক্রান্ত:**

External Audit: অডিট পরিচালনা করার জন্য বিদেশী সাহায্যপ্রাপ্ত প্রকল্প অডিট অধিদপ্তরকে (FAPAD) অনুরোধ করা হয়েছিল কিন্তু, এটি এখনও করা হয়নি।

১৮। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য:**

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম	পদবি	পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন	সময়কাল
১।	জনাব জাহিদ মোহম্মদ ফিরোজ	প্রকল্প পরিচালক (ম্যানেজার (অপারেশন)-২)	অতিরিক্ত দায়িত্ব	০৬/০৮/২০১৭ হতে প্রকল্প সমাপ্ত পর্যন্ত।

১৯। **<u>প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন:</u>**

উদ্দেশ্য	পরিদর্শনের আলোকে বাস্তবায়ন
উচ্চগতির ইন্টারনেট নেটওয়ার্ক এবং তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে দ্বীপের অধিবাসীদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন;	উচ্চগতির ইন্টারনেট নেটওয়ার্ক এবং তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে দ্বীপের অধিবাসীদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্প এলাকায় ১৯ কি.মি. অপটিক্যাল ফাইবার লাইন নির্মাণ করা হয়েছে এবং উপজেলা প্রশাসন, পৌরসভা, হাসপাতালসহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পর ইন্টারনেট সংযোগ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রয়েছে। এছাড়া, প্রকল্পটি গ্রহণের আগে দ্বীপের অধিবাসীদের জীবনযাত্রার মান কেমন ছিল এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের পর জীবনযাত্রার মান কতটুকু উন্নয়ন হয়েছে এর কোন নির্দেশক না থাকায় এ উদ্দেশ্যটি কতটুকু অর্জিত হয়েছে তা যাচাই করা সম্ভব হয়নি।
শিক্ষা, স্বাস্থ্য, তথ্য ও জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে জনসেবার মান উন্নয়ন;	শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রকল্পের মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসা, স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, কমিউনিটি ক্লিনিক, ইউএনও অফিস, পৌরসভা অফিস, থানা, উপজেলা শিক্ষা অফিস, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার কার্যালয়, আইটি ট্রেনিং সেন্টার, কমিউনিটি ক্লাব, ই-ব্যবসা কেন্দ্রে ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করা হয়েছিল। কিন্তু প্রকল্পটি সমাপ্তির পর ইন্টারনেট সংযোগ বিচ্ছিন্ন থাকায় উপকারভোগীরা প্রকল্প হতে কাঙ্খিত তথ্য সেবা ভোগ করতে পারছেনা। ফলে এই উদ্দেশ্যটি পুরোপুরিভাবে অর্জিত হয়নি মর্মে বলা যায়।
উচ্চ-গতির তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে মহেশখালীর সুনির্দিষ্টকৃত জনগণের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্যে প্রবেশাধিকারের মাধ্যমে জ্ঞান উন্নয়ন;	উচ্চ-গতির তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে মহেশখালীর সুনির্দিষ্টকৃত জনগণের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্যে প্রবেশাধিকারের মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে উপকারভোগীদের মধ্যে আইসিটি বিষয়ে একটি ধারণা দেওয়া হয়েছে এবং তারা অতি আগ্রহের সাথে এ ধারনা গ্রহণ করেছেন মর্মে বলা যায়।
সুনির্দিষ্টকৃত সেবা প্রদানকারী ও সেবা গ্রহণকারীগণের নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে আইসিটি ব্যবহারে তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;	সুনির্দিষ্টকৃত সেবা প্রদানকারী ও সেবা গ্রহণকারীগণের নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে সচেতনতা এবং দক্ষতা কিছুটা বাড়লেও তা বর্তমানে কর্মক্ষেত্রে প্রতিফলন ঘটানোর কোন সুযোগ নেই।
শহর ও দ্বীপাঞ্চলের অধিবাসীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবধান কমিয়ে আনা; এবং	শহর ও দ্বীপাঞ্চলের অধিবাসীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবধান কতটুকু কমেছে অর্থাৎ প্রকল্পটি গ্রহণের পর দ্বীপের অধিবাসীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবধান কতটুকু কমেছে এর কোন ডাটা না থাকায় এ উদ্দেশ্যটি অর্জনের মাপকাঠি নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি।
দ্বীপের অধিবাসীদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের মাধ্যমে প্রতিকূল অবস্থায় অনিয়মিত অভিবাসন হ্রাস করা।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার, স্থানীয় জনগণ ও সাংবাদিক এর সাথে আলোচনা করে জানা যায় যে, দ্বীপের অধিবাসীদের অবৈধ অভিবাসন পূর্বের তুলনায় কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। তবে সেটি আলোচ্য প্রকল্পের কারণে নয়, মূলত আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর ব্যাপক তৎপরতার কারণে সেটি সম্ভব হয়েছে।

২০। **উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে তার কারণ:** প্রকল্পের টিপিপিতে কোন এক্সিট প্ল্যান ছিলনা। প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পর বিসিসির পরিচালকের নেতৃত্বে প্রকল্প কার্যক্রমের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কিত প্রকল্পের স্টেক হোল্ডার/উপকারভোগীর সমন্বয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত মত বিনিময় সভায় উপকারভোগীরা নিজ নিজ খরচে ইন্টারনেট বিল পরিশোধ করবেন বলে মত ব্যক্ত করলেও বিটিসিএল কর্তৃক সহযোগীতার অভাবে সেটি কার্যকর হয়নি বলে পরিদর্শনে জানা যায়। পরিদর্শনে উপকারভোগীদের সাথে আলোচনান্তে আরও জানা যায় যে, আলোচ্য প্রকল্পটির শুরুতে মহেশখালী উপজেলায় বেশ সাড়া ফেলেছিল। সকলেই প্রকল্পের কার্যক্রম বেশ উৎসাহ এবং আগ্রহের সাথে গ্রহণ

করেছিল। কিন্তু প্রকল্প সমাপ্তির পর বিটিসিএল কর্তৃক ইন্টারনেট সেবা সরবরাহ না করা,বিসিসি ও আইওএম কর্তৃক প্রকল্প সমাপ্তি পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণে বিরত থাকার কারণে প্রকল্পের কাঙ্খিত আউটপুট উপকারভোগীরা ভোগ করতে পারেনি।

২১। পরিদর্শন চিত্র:

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>ই-বিজনেস সেন্টার</td><td>প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকগণের সাথে</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>AICC –তে কৃষকগণের সাথে মতবিনিময়</td><td>কমিউনিটি ক্লাব ও স্কিল ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং সেন্টার</td></tr>
</table>

২২। প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রভাব:

- প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে মহেশখালী দ্বীপের কিছু সংখ্যক মানুষের আইসিটি বিষয়ে সচেতনতা এবং আইসিটি বিষয়ে প্রবেশাধিকার সম্ভব হয়েছে।
- ই-কমার্স ক্ষেত্রে ৯ জন যুবক-যুবতীর আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। তারা বর্তমানে ই-কমার্স এর মাধ্যমে অনলাইনে শুটকি বিক্রি করছে। প্রতি মাসে গড়ে প্রায় ১,০০০০০ - ১৫০০০০০/- টাকা আয় হচ্ছে।

২৩. সার্বিক পর্যবেক্ষণ:

২৩.১ প্রকল্পটির টিপিপিতে কোন এক্সিট প্ল্যান নেই অর্থাৎ প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পর এর কার্যক্রম পরবর্তীতে কিভাবে চলবে, মালামাল কিভাবে রক্ষনাবেক্ষণ হবে এ সম্পর্কিত কোন দিক নির্দেশনা/গাইড লাইন টিপিপিতে নেই। যার ফলে প্রকল্পটির কাঙ্খিত অর্জন টেকসই হয়নি।

২৩.২। প্রকল্পটির সন্মানি খাতে ১৫.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে ১১.১১ লক্ষ টাকা পিসিআরে ব্যয় দেখানো হয়েছে। পরিদর্শনে জানা যায়, প্রকল্পের আওতয় ৬টি স্টিয়ারিং, ৪টি পিআইসি ও ১টি ডিপিইসি সভাসহ মোট ১১টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১১টি সভায় সন্মানী বাবদ ৫.৮৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হওয়ার কথা থাকলেও পিসিআরে ব্যয় দেখানো হয়েছে ১১.১১ লক্ষ টাকা।

২৩.৩। প্রকল্পের আওতায় যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানে ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করা হয়েছিল বর্তমানে তা বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রয়েছে। যার ফলে উপকারভোগীরা প্রকল্প থেকে বর্তমানে কাঙ্খিত সেবা পাচ্ছে না।

২৩.৪। প্রকল্পের আওতায় মহেশখালী বিটিসিএল অফিসে যে সমস্ত যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছে, এগুলো সচল বা অপারেশনে রয়েছে কিনা তা যাচাই করা সম্ভব হয়নি। প্রকল্প দপ্তর হতে তাদেরকে অবহিত না করায় অফিসটি বন্ধ ছিল। তবে বিটিসিএল কর্তৃক স্থাপিত অপটিক্যাল ফাইবার লাইন অনেক স্থানে দীর্ঘদিন যাবৎ নষ্ট অবস্থায় রয়েছে।

২৩.৫। প্রকল্পটির আওতায় যাদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে, তাঁরা প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান কাজে লাগাতে পারছে না। এর কারণ হলো, প্রথমত: ইন্টারনেট সংযোগ বিচ্ছিন্ন, দ্বিতীয়ত: অফিস ইক্যুইপমেন্ট যেমন: কম্পিউটার, ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে নষ্ট ও অচল অবস্থায় পড়ে রয়েছে।

২৩.৬। প্রকল্পের আওতায় যে সমস্ত মেডিক্যাল ইক্যুইপমেন্ট সরবরাহ করা হয়েছে তার মধ্যে কিছু কিছু ইক্যুইপমেন্ট নষ্ট হয়ে গেছে। এছাড়া, দূর থেকে মাতৃত্ব এবং শিশু স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের জন্য মেডিকেল অফিসারদের Mobile Ultrasound এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছিল তা ইন্টারনেট সংযোগ না থাকার কারণে বর্তমানে কোন কাজে আসছে না।

২৩.৭। প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ই-কমার্স সেন্টারে বিটিসিএল কর্তৃক স্থাপিত অপটিক্যাল ফাইবার লাইন গত ০১ (এক) বছর ধরে নষ্ট থাকায় ব্যবসা পরিচলনা করা কিছুটা বিঘ্ন হচ্ছে। বর্তমানে উদ্যোক্তাগণ বেসরকারী নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে অনলাইন ব্যবসার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন।

২৩.৮। প্রকল্পের আওতায় যে সমস্ত (AICC) সেন্টারে কৃষিজ যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছিল, সে সমস্ত যন্ত্রপাতি দীর্ঘদিন যাবৎ নষ্ট থাকায় অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে। এছাড়া, ইন্টারনেট সংযোগ না থাকায় কৃষকগণ কৃষি বিষয়ক তথ্য আদান প্রদান করতে পারছেন না।

২৩.৯। কমিউনিটি ক্লাবটি অদ্যাবধি হস্তান্তর করা হয়নি। প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পর কমিউনিটি ক্লাবটি উপজেলা প্রশাসন এর নিকট হস্তান্তর করার কথা থাকলেও পরিদর্শনকালীন সময় পর্যন্ত তা করা হয়নি। বর্তমানে এটি আইওএম নিজেদের অফিস হিসেবে ব্যবহার করছে এবং এর জন্য কোন ভাড়া দিতে হচ্ছে না।

২৩.১০। প্রকল্পটির উদ্দেশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে অর্জিত হয়নি, যা অনুচ্ছেদ ১৭ ও ১৮ এ উল্লেখ করা হয়েছে।

২৩.১১। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক উপস্থিত ছিলেন না। প্রতিকূল আবহাওয়ার অজুহাতে তিনি প্রকল্প এলাকায় যাননি। এমনকি মহেশখালী উপজেলার বিটিসিএল কর্মকর্তাকেও আইএমইডির পরিদর্শন সম্পর্কে অবহিত করা হয়নি। যার ফলে প্রকল্পের আওতায় সরবরাহকৃত বিটিসিএল যন্ত্রাপাতিগুলো কি অবস্থায় রয়েছে তা যাচাই করা সম্ভব হয়নি। পরিদর্শনে উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা ও আইওএম এর একজন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। প্রকল্প পরিচালক সঙ্গে থাকলে প্রকল্পটি সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য তুলে আনা সম্ভব হতো।

২৪। **মতামত/সুপারিশ** :

ক) প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পর এর পরবর্তী কার্যক্রম কিভাবে চলবে এবং মালামাল রক্ষণাবেক্ষণ হবে তা প্রকল্প গ্রহণকালে টিপিপিতে অবশ্যই সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা সম্বলিত গাইড লাইন বা এক্সিট প্ল্যান থাকা উচিত (অনুচ্ছেদ: ২৩.১);

খ) ০৩ (তিন) বছর মেয়াদী প্রকল্পে ৬টি স্টিয়ারিং ও ৪টি পিআইসি সভা বাবদ ১১.১১ লক্ষ টাকার ব্যয় দেখানো হয়েছে যা গ্রহণীয় নয়। এ ক্ষেত্রে ৫.৮৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হতে পারে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক খতিয়ে দেখা যেতে পারে। প্রয়োজনে প্রকল্পটির ওপর একটি ইন্টার্নাল অডিট করা যেতে পারে (অনুচ্ছেদ: ২৩.২);

গ) প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পর থেকেই বিটিসিএল কর্তৃক স্থাপিত অপটিক্যাল ফাইবার লাইন নষ্ট হয়ে গেছে এবং ইন্টারনেট সংযোগ মহেশখালীর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রয়েছে। প্রকল্পটির অধীনে বিটিসিএলকে ২ কোটি টাকার অধিক মূল্যের মালামাল এবং ১০ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এ পর্যায়ে ইন্টারনেট সংযোগ বিচ্ছিন্ন থাকার বিষয়টি সমীচীন নয়। ইন্টারনেট সংযোগ বিচ্ছিন্ন থাকার কারণে প্রকল্পের কাঙ্খিত ফলাফল উপকারভোগীরা লাভ করতে পারছেনা। বিষয়টি প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক গুরুত্বের সাথে আমলে নিতে পারে;

ঘ) প্রকল্পের আওতায় যে সমস্ত কম্পিউটার, মাল্টিমিডিয়া, ল্যাপটপ সরবরাহ করা হয়েছে তা কার সম্পদ বলে বিবেচিত হবে বিসিসি না সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের, এ বিষয়ে কোন দিক নির্দেশনা নেই। নষ্ট, অকেজো কম্পিউটারগুলো মেরামতের বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে;

ঙ) মহেশখালী কমিউনিটি ক্লাবটি উপজেলা প্রশাসনের নিকট হস্তান্তর করণের লক্ষ্যে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। নতুবা এর জন্য নির্দিষ্ট হারে ভাড়া কর্তনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

চ) পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক উপস্থিত না থাকার বিষয়টি খুবই দুঃখজনক ও অনভিপ্রেত। এ ধরণের দায়িত্বহীন কর্মকর্তাকে ভবিষ্যতে যাতে প্রকল্প পরিচালক হিসেবে নিয়োগ না দেয়া হয় সে বিষয়ে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো;

ছ) প্রকল্পটির উদ্দেশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে অর্জিত হয়নি। শুধু কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে ইন্টারনেট সংযোগ এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করলেই মহেশখালীর জনগণের জীবন মানের পরিবর্তন বা উন্নতি কখনও সম্ভব নয় বলে পরিদর্শনে কয়েকজন উপকারভোগী জানিয়েছে। মহেশখালীর মূল সমস্যা হলো যাতায়াত ব্যবস্থার অসুবিধা। দ্বীপের সাথে কক্সবাজার জেলার যাতায়াতের মাধ্যম হলো নৌ-পথ এবং এ পথে স্পীডবোটের মাধ্যমে যাতায়াত করতে হয়। স্পীডবোটে কক্সবাজারে আসা-যাওয়ায় একজন মানুষের প্রায় ৩০০ টাকার মত খরচ হয়। কাজেই আইসিটি বিষয়ের পাশাপাশি চিংড়ি, কাকঁড়া চাষ, ফ্রি-ল্যান্সিং, মোবাইল সার্ভিসিং, Homestead Gardening, Aqua geoponic, Plant Nursery বিষয়ের ওপর প্রশিক্ষণ দিলে অধিক আউটপুট পাওয়া যাবে; এবং

জ) শহর ও দ্বীপের মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবধান কমিয়ে আনা প্রকল্পটির অন্যতম একটি উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু এ উদ্দেশ্য কতটুকু অর্জিত হয়েছে তার কোন ডাটা বা Indicator না থাকায় এ বিষয়টি যাচাই করা সম্ভব হয়নি। মূলত: এ ধরণের প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে বেকার যুবক- যুবতীদেরকে জরীপের মাধ্যমে টার্গেট গ্রুপে অন্তর্ভুক্ত করা সমীচীন ছিল। এ টার্গেট গ্রুপকে সমিতির মাধ্যমে একত্র করে তাদেরকে আইসিটি বিষয়ের পাশাপাশি আয় বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক ঋণ বিতরণ করা যেতে পারে। মহেশখালী দ্বীপের উৎপাদিত পণ্য সামগ্রি মার্কেট চেইন বা বিপণনের ব্যবস্থা করা হলে দ্বীপের জনগণের কিছুটা অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটবে বলে আশা করা যায়। তাই ভবিষ্যতে প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে এ বিষয়গুলো গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা উচিত।

ডিজিটাল বাংলাদেশের জন্য ই-গভর্নমেন্ট মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন (১ম সংশোধিত) শীর্ষক **প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন**

(সমাপ্ত: ডিসেম্বর, ২০১৯)

১। প্রকল্পের নাম: "ডিজিটাল বাংলাদেশের জন্য ই-গভর্নমেন্ট মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন (১ম সংশোধিত)"।

২। প্রকল্পের ধরন (বিনিয়োগ/কারিগরি সহায়তা/সমীক্ষা): কারিগরি সহায়তা প্রকল্প।

৩। অর্থায়নের উৎস: জিওবি ও KOICA Grant।

৩.১। উন্নয়ন সহযোগী: KOICA.

৪। উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ।

৪.১। বাস্তবায়নকারী সংস্থা: বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি)।

৫। (ক) প্রকল্প ব্যয়, বাস্তবায়নকাল ও অনুমোদন সংক্রান্ত:

(লক্ষ টাকায়)

বিষয়	অনুমোদিত প্রাক্কলন			বাস্তবায়নকাল	অনুমোদনের তারিখ	পরিবর্তন (+/-)	
	মোট	জিওবি	প্র: সা:			ব্যয় (%)	মেয়াদ (%)
মূল টিপিপি	২৮৫৭.১৭	৩৫৭.১৭	২৫০০.০০	ফেব্রুয়ারি, ১৬-জুন, ১৯	১৩/১০/২০১৬	-	৬ মাস বা ১৫%।
১ম সংশোধিত	২৮৫৭.১৭	৩৫৭.১৭	২৫০০.০০	ফেব্রুয়ারি, ১৬-ডিসেম্বর, ১৯	২৫/১০/২০১৮		
প্রকৃত ব্যয়	২৩৮১.৫৮	২৫৪.৫৫	২১২৭.০৩				

(খ) মূল প্রাক্কলনের সাথে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় বৃদ্ধির হার: প্রযোজ্য নয়।

(গ) মূল প্রাক্কলনের সাথে ক্রমপুঞ্জিত মেয়াদ বৃদ্ধির হার: ৬ মাস বা ১৫%।

৬। প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন: প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) অনুযায়ী প্রকল্পটির অঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি নিম্নে দেয়া হল:

(লক্ষ টাকায়)

পিসিআর অনুযায়ী কাজের বিভিন্ন অঙ্গের নাম	একক	অনুমোদিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a) Revenue:					
Salary Officer		30.18	4	28.49	2
Salary Staff		8.60	2	5.89	2
Allowance		45.46	6	42.48	4
Travel Cost		5.00	LS	0.74	LS
Contingency		3.00	LS	0.57	LS
Postal/photocopy		1.00	LS	0.50	LS
Telephone		1.00	2	0.32	1
Internet/fax		0.50	LS	--	LS
Fuel/gas		6.00	1	3.71	1

পিসিআর অনুযায়ী কাজের বিভিন্ন অঙ্গের নাম	একক	অনুমোদিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Insurance		3.00	LS	--	LS
C&F		3.00	LS	0.56	LS
Printing reports & Comunication		34.00	LS	31.58	LS
Stationery seals & stamps		5.00	LS	3.04	LS
Documentary		10.00	LS	--	LS
Awareness & publication		35.00	LS	23.27	LS
Training (local & Foreign)		207.00	150	202.49	L: 692 & F: 47
Seminar/conference/workshop		65.00	LS	56.02	LS
Carring Charge		6.00	LS	1.12	LS
Supervision		66.00	LS	56.00	LS
Consultancy		1250.00	9/36 Man/Month	1077.00	9/36 Man/Month
Honorarium		12.00	LS	11.27	LS
Monitoring & evaluation		64.00	LS	54.00	LS
Hiring Charge/Outsourcing		6.25	2	6.18	2
Others		6.68	LS	6.16	LS
Maintenance		4.00	LS	2.19	LS
Sub-Total		1877.67		1613.58	
b) Capital					
Motor Vehicle (mircro bus)		38.50	1	38.50	1
Equipment		869.00	LS	695.83	LS
Office/Computer Furniture		9.50	LS	8.12	LS
Others		6.00	LS	1.08	LS
Office Renovation		2.50	LS	2.34	LS
CD VAT		50.00	LS	22.13	LS
Sub-Total		**975.50**		**768.00**	
c) Physical Contingency		4.00		--	
d) Price Contingency		-		--	
Grand Total (a+b+c+d)		**2857.17**	--	**2381.58 (83.35 %)**	

৭। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ: সংশোধিত টিএপিপি'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের সকল কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

৮। প্রকল্পটির সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নে নিম্নোক্ত বিষয়/পদ্ধতি অনুসরন করা হয়েছে:

- প্রকল্পের সংশোধিত আরটিএপিপি পর্যালোচনা;
- প্রকল্পের PCR পর্যালোচনা;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই ও তথ্য সংগ্রহের জন্য সরজমিনে পরিদর্শন;

৯। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য:

ক) ই-গভর্নমেন্ট মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশের ভিশন: ২০২১ বাস্তবায়নে সরকারকে সহযোগিতা করা;
খ) দক্ষিণ কোরিয়া সরকারের ই-গভর্নমেন্ট বাস্তবায়ন অভিজ্ঞতা শেয়ারিং এর মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে বাংলাদেশী সরকারি কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা;
গ) বাংলাদেশে ই-গভর্নমেন্ট মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে একটি পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়ন; এবং
ঘ) বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অধিদপ্তর/সংস্থাকে বাংলাদেশ ন্যাশনাল এন্টারপ্রাইজ আর্কিটেকচার ফ্রেমওয়ার্ক এর আওতায় আনার জন্য রোডম্যাপ প্রণয়ন;

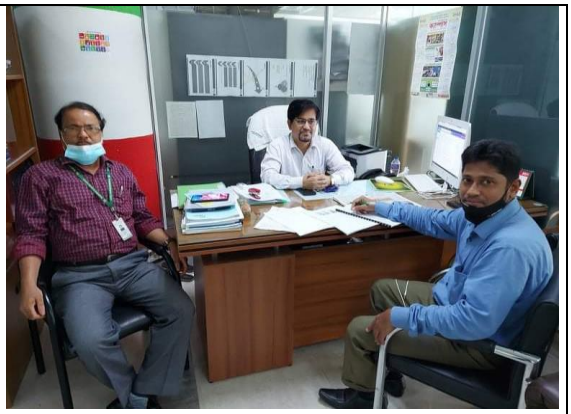
৯.১। **প্রকল্পের পটভূমি:** গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন বাস্তবায়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন, সুশাসন ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ স্বপ্ন বাস্তবায়নে সহযোগিতা করার উদ্দেশ্যে "ডিজিটাল বাংলাদেশের জন্য ই-গভর্ণমেন্ট মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন" শীর্ষক প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে।

১০। **প্রকল্পের অনুমোদন প্রক্রিয়া:** আলোচ্য প্রকল্পটি ২৮৫৭.১৭ লক্ষ টাকা প্রাক্কলনে ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ থেকে জুন, ২০১৯ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গত ১৩/১০/২০১৬ তারিখে অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পটির প্রাক্কলন অপরিবর্তিত রেখে মেয়াদ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ থেকে ডিসেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত নির্ধারণ করে ১ম সংশোধনী গত ২৫/১০/২০১৮ তারিখে অনুমোদিত হয়। এর ফলে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন মেয়াদ বৃদ্ধি পায় ৬ মাস বা ১৫%।

১১। প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন: প্রকল্পটি সমাপ্তির পর প্রকল্পের কার্যক্রম মূল্যায়নের নিমিত্ত বা

স্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের ৭ নং সেক্টরের উপ-পরিচালক (উপসচিব) জনাব মশিউর রহমান গত ২৬/০৮/২০২১ তারিখে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) ভবনে প্রকল্পের কার্যক্রম সরজমিন পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালকসহ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন এবং প্রয়োজনীয় তথ্যাদি দিয়ে সহযোগিতা করেন। প্রকল্প সরজমিন পরিদর্শন ও রেকর্ডপত্র যাচাই করে প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।

১১.১। **<u>নিম্নে পরিদর্শিত অংশের চিত্র দেয়া হলো:</u>**

<table>
<tr>
<td>
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>'ডিজিটাল বাংলাদেশের জন্য ই-গভর্ণমেন্ট মাস্টার প্ল্যান'</td>
<td>প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়ের দৃশ্য</td>
</tr>
</table>

এর মোড়ক উন্মোচন এর ছবি।	
	
প্রকল্পের মাধ্যমে ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতির দৃশ্য	ই-গভর্নমেন্ট মাস্টার প্ল্যান এর কভার পেইজ এর ছবি

১২। <u>প্রকল্প বাস্তবায়নে মনিটরিং কার্যক্রম:</u>

পরিদর্শনের সময় দেখা যায়, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং আইএমইডি'র কর্মকর্তাবৃন্দ প্রকল্প বাস্তবায়নকালে বিভিন্ন সময়ে প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করেছেন। এদের মধ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মো: আমজাদ হোসেন বেপারী, যুগ্ম সচিব (উন্নয়ন) গত ১৯/০৯/২০১৯ তারিখে পরিদর্শন করেন। এছাড়া আইএমইডি'র কর্মকর্তা সহকারী পরিচালক মো: পূবন আখতার গত ২৪/০৯/২০১৮ তারিখে পরিদর্শন করেছেন।

১৩। **প্রকল্পের জনবল নিয়োগ:** প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক, সিস্টেমস এনালিস্ট, হিসাব রক্ষক পদে প্রয়োজনীয় জনবল বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের নিজস্ব জনবল অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে পালন করেছেন।

১৪। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য:**

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম	পদবি	পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন	সময়কাল
১।	জনাব মোহাম্মদ এনামুল কবির	পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও গবেষণা)	খন্ডকালীন	১০/০২/২০১৬ হতে ০১/০৭/২০১৭ ইং পর্যন্ত
২।	জনাব মোঃ মনির হোসেন	উপসচিব	খন্ডকালীন	০২/০৭/২০১৭ হতে ০১/০৮/২০১৭ ইং পর্যন্ত
৩।	জনাব মোহাম্মদ এনামুল কবির	পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও গবেষণা)	খন্ডকালীন	০২/০৮/২০১৭ হতে ২৩/০৯/২০১৭ ইং পর্যন্ত
৪	জনাব মোঃ মনির হোসেন	উপসচিব	খন্ডকালীন	২৪/০৯/২০১৭ হতে ৩১/১২/২০১৯ ইং পর্যন্ত

১৫। <u>প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম:</u> (কার্য ও পণ্য ক্রয় ২০০.০০ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে ও সেবা ক্রয় ১০০.০০ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে)

প্রকল্পে ২০০.০০ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে কোন ক্রয় কার্য ও পণ্য ক্রয় করা হয়নি ও সেবাখাতে ১০০.০০ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে কোন ব্যয় সম্পাদিত না হওয়ায় পিসিআরের ছকে এ বিষয়ে কোন তথ্যাদি প্রদান করা হয়নি।

১৬। **<u>প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন:</u>**

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	উদ্দেশ্য অর্জন
ই-গভর্নমেন্ট মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশের ভিশন: ২০২১ বাস্তবায়নে সরকারকে সহযোগিতা করা;	ই-গভর্নমেন্ট মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশের ভিশন: ২০২১ বাস্তবায়নে সহায়ক হয়েছে।
খ) দক্ষিণ কোরিয়া সরকারের ই-গভর্নমেন্ট বাস্তবায়ন	দক্ষিণ কোরিয়া সরকারের ই-গভর্নমেন্ট বাস্তবায়ন

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	উদ্দেশ্য অর্জন
অভিজ্ঞতা শেয়ারিং এর মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে বাংলাদেশী সরকারি কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা;	অভিজ্ঞতা শেয়ারিং এর মাধ্যমে বাংলাদেশের সরকারি কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে;
গ) বাংলাদেশে ই-গভর্নমেন্ট মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে একটি পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়ন; এবং	বাংলাদেশে ই-গভর্নমেন্ট মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে একটি পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
ঘ) বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অধিদপ্তর/সংস্থাকে বাংলাদেশ ন্যাশনাল এন্টারপ্রাইজ আর্কিটেকচার ফ্রেমওয়ার্ক এর আওতায় আনার জন্য রোডম্যাপ প্রণয়ন;	বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অধিদপ্তর/সংস্থাকে বাংলাদেশ ন্যাশনাল এন্টারপ্রাইজ আর্কিটেকচার ফ্রেমওয়ার্ক এর আওতায় আনার জন্য রোডম্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে;

১৭। **উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে তার কারণ:** প্রকল্পটির উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে বলে পরিদর্শনে প্রতীয়মান হয়েছে।

১৭.১। অডিট সম্পাদন ও আপত্তি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য: (পিসিআর অনুযায়ী)

Internal Audit:

Period of Audit	Date of submission of Audit Report	Major findings/objections	Whether objections resolved or not
1	2	3	4
Not yet done.			

External Audit:

Period of Audit	Date of submission of Audit Report	Major findings/objections	Whether objections resolved or not
1	2	3	4
N/A			

১৮। **পরিদর্শনকালীন পর্যবেক্ষণ:**

১৮.১। **মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি সংক্রান্ত:** আলোচ্য প্রকল্পটি ২৮৫৭.১৭ লক্ষ টাকা প্রাক্কলনে ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ থেকে জুন, ২০১৯ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গত ১৩/১০/২০১৬ তারিখে অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পটির প্রাক্কলন অপরিবর্তিত রেখে মেয়াদ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ থেকে ডিসেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত নির্ধারণ করে ১ম সংশোধনী গত ২৫/১০/২০১৮ তারিখে অনুমোদিত হয়। এর ফলে প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল বৃদ্ধি পায় ৬ মাস বা ১৫%। প্রকল্পটি নির্ধারিত প্রাক্কলনের চেয়ে কম অর্থ ব্যয় করে সম্পন্ন হয়েছে, অর্থাৎ এ প্রকল্পে কোন Cost over run হয়নি।

১৮.২। **প্রকল্প বাস্তবায়ন অবস্থা:** প্রকল্পের মোট ৩৩টি অঙ্গ ছিল। পিসিআর পরিক্ষণে দেখা যায়, প্রতিটি অঙ্গের বিপরীতে সংস্থানকৃত অর্থের মধ্যে ব্যয় হয়েছে এবং রাজস্ব ও মূলধনের সকল পণ্য ক্রয় করা হয়েছে ও সব ধরনের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে। কোন অঙ্গের ব্যয় আরটিএপিপি সংস্থানের চেয়ে বেশি হয়নি। টিপিপি/আরটিএপিপিতে প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গের জন্য সংস্থান ছিল ২৮৫৭.১৭ লক্ষ টাকা যার মধ্যে ব্যয় হয়েছে ২৩৮১.৫৮ লক্ষ টাকা। প্রকল্প পরিচালক জানান, অব্যয়িত ৯৪.৮২ লক্ষ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পের মাধ্যমে একটি পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। "ডিজিটাল মিউনিসিপালিটি সার্ভিসেস সিস্টেম"-কে পাইলট প্রকল্প বিবেচনা করে ০১টি সিটি কর্পোরেশন ও ০৯টি পৌরসভায় নিম্নবর্ণিত অনলাইন সেবাসমূহ প্রদান করা হয়েছে যা এখনও চলমান: অনলাইন

মিউনিসিপালিটি/সিটি কর্পোরেশন সার্টিফিকেট সার্ভিসেস, ই-ট্রেড লাইসেন্স সার্ভিসেস, অটোমেটেড প্রোপার্টি ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস, অনলাইন ওয়াটার বিলিং সার্ভিসেস এবং অনলাইন হোল্ডিং ট্যাক্স ইত্যাদি।

১৮.৩। প্রকল্পের কার্যক্রম সংক্রান্ত: বিগত ২০/১০/২০১৯ তারিখ 'ডিজিটাল মিউনিসিপালিটি সার্ভিসেস সিস্টেম'-টি পাইলটিং উদ্বোধনকালে এ সার্ভিসটি ৩২৯টি পৌরসভা এবং ১২টি সিটি কর্পোরেশনে বাস্তবায়ন করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ জয় ইচ্ছা পোষণ করেন।

- উদ্বোধনের পর জানুয়ারি ২০২০ হতে জুলাই ২০২১ পর্যন্ত 'ডিজিটাল মিউনিসিপালিটি সার্ভিসেস সিস্টেম'-টি ব্যবহার করে পাইলটিংকৃত ০১টি সিটি কর্পোরেশন ও ০৯টি পৌরসভায় ১,২৮,১০১ জন নাগরিককে সেবা প্রদান করা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার মোট ১৪,১৯,৭১,৯৪৭.৩০ টাকা আয় হয়েছে।
- 'ডিজিটাল মিউনিসিপালিটি সার্ভিসেস সিস্টেম'-টি আইসিটি বিভাগ কর্তৃক ৩২৯টি পৌরসভায় সম্প্রসারণ ও বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে সম্মতি প্রদান করা হয়েছে এবং আইসিটি বিভাগের পক্ষে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল থেকে ফলোআপ প্রকল্প হিসেবে বাস্তবায়ন করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- দক্ষিণ কোরিয়া সরকারের কোরিয়া কো-অপারেশন এজেন্সি কর্তৃক অনুদানের মাধ্যমে মোট ৩২৯টি পৌরসভায় 'ডিজিটাল মিউনিসিপালিটি সার্ভিসেস সিস্টেম' সম্প্রসারণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে বলে জানা যায়।
- 'ডিজিটাল মিউনিসিপ্যালিটি সার্ভিসেস সিস্টেম'-টি খুবই সহজ এবং সম্পূর্ণ অনলাইন ভিত্তিক পরিসেবা। প্রত্যাশিত সেবা পেতে সুবিধাভোগীদের সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভায় যেতে হয় না। যার কারণে তাঁরা এ সিস্টেমটি ব্যবহার করতে খুবই আগ্রহী।

ডিজিটাল মিউনিসিপ্যালিটি সার্ভিসেস সিস্টেম' এর মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বর্তমানে প্রায় ২৫ লক্ষাধিক মানুষ অনলাইনে সেবা পাচ্ছেন। দেশের অবশিষ্ট সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভায় এ সার্ভিস চালু হলে দেশের সিংহভাগ মানুষ অনলাইনের আওতায় চলে আসবে মর্মে আশা করা যায়।

১৮.৪। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন**: ই-গভর্নমেন্ট মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশের ভিশন: ২০২১ বাস্তবায়নে সরকারকে সহযোগিতা করা, দক্ষিণ কোরিয়া সরকারের ই-গভর্নমেন্ট বাস্তবায়ন অভিজ্ঞতা শেয়ারিং এর মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে বাংলাদেশী সরকারি কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা, বাংলাদেশে ই-গভর্নমেন্ট মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে একটি পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অধিদপ্তর/সংস্থাকে বাংলাদেশ ন্যাশনাল এন্টারপ্রাইজ আর্কিটেকচার ফ্রেমওয়ার্ক এর আওতায় আনার জন্য রোডম্যাপ প্রণয়ন এ ০৪টি উদ্দেশ্য ছিল। উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পের আওতায় ই-গভর্নমেন্ট মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশের ভিশন: ২০২১ বাস্তবায়নে সরকার উপকৃত হয়েছে। দক্ষিণ কোরিয়া সরকারের ই-গভর্নমেন্ট বাস্তবায়ন অভিজ্ঞতা শেয়ারিং এর মাধ্যমে বাংলাদেশের সরকারি কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশে ই-গভর্নমেন্ট মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে একটি পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়ন হয়েছে এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অধিদপ্তর/সংস্থাকে বাংলাদেশ ন্যাশনাল এন্টারপ্রাইজ আর্কিটেকচার ফ্রেমওয়ার্ক এর আওতায় আনার জন্য রোডম্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে। এর ফলে প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ পূরণ হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

১৮.৫। অডিট আপত্তি ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত: পিসিআর দৃষ্টে দেখা যায়, এ প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ পর্যন্ত কোন ইন্টার্নাল ও এক্সটার্নাল অডিট হয়নি।

১৮.৬। ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতি ও মালামাল সংক্রান্ত: প্রকল্পের আওতায় যে সমস্ত যন্ত্রপাতি, কম্পিউটার ও এক্সেসরিজ এবং অফিস ফার্নিচার ক্রয় করা হয়েছে তা সঠিকভাবে সংরক্ষণের জন্য লগবুক, সম্পদ রেজিস্ট্রার চলমান রাখা প্রয়োজন মর্মে পরিদর্শনকালে মনে হয়েছে।

১৮.৭। **প্রকল্পের যানবাহন ক্রয় সংক্রান্ত:** এ প্রকল্পের টিপিপি/আরটিএপিপিতে একটি **মো**টরযান ক্রয়ের সংস্থান ছিল**,** যা ক্রয় করা হয়েছিল। যানবাহনটি প্রকল্প শেষে পরিবহন পুলে জমা দেয়া হয়েছে।

১৯। মতামত/সুপারিশ :

১৯.১। 'ডিজিটাল মিউনিসিপালিটি সার্ভিসেস সিস্টেম'-টি ব্যবহার করে পাইলটিংকৃত ০১টি সিটি কর্পোরেশন ও ০৯টি পৌরসভায় ১,২৮,১০১ জন নাগরিককে সেবা প্রদান করা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার

মোট ১৪,১৯,৭১,৯৪৭.৩০ টাকা আয় হয়েছে মর্মে জানা যায়। তাই 'ডিজিটাল মিউনিসিপালিটি সার্ভিসেস সিস্টেম' সার্ভিসটি ৩২৯টি পৌরসভা এবং ১২টি সিটি কর্পোরেশনে পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে;

১৯.২। 'ডিজিটাল মিউনিসিপ্যালিটি সার্ভিসেস সিস্টেম'-টি খুবই সহজ এবং সম্পূর্ণ অনলাইন ভিত্তিক পরিসেবা। প্রত্যাশিত সেবা পেতে সুবিধাভোগীদের সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভায় যেতে হয় না। যার কারণে তাঁরা এ সিস্টেমটি ব্যবহার করতে খুবই আগ্রহী মর্মে তথ্য পাওয়া যায়। এছাড়া 'ডিজিটাল মিউনিসিপ্যালিটি সার্ভিসেস সিস্টেম' এর মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বর্তমানে প্রায় ২৫ লক্ষাধিক মানুষ অনলাইনে সেবা পাচ্ছেন। দেশের অবশিষ্ট সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভায় এ সার্ভিস চালু হলে দেশের সিংহভাগ মানুষ অনলাইনের আওতায় চলে আসবে। তাই সার্ভিসটি সকলপৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশনে পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা আবশ্যক;

১৯.৩। প্রকল্পটিতে অদ্যাবধি কোন ইন্টার্নাল ও এক্সটার্নাল অডিট সম্পন্ন হয়নি, যা কোন ভাবেই কাম্য নয়। অর্থবছর ভিত্তিক অডিট দ্রুত সম্পন্ন করত অডিট প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও আইএমইডিতে প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৯.৪। প্রকল্পের আওতায় প্রণীত মাস্টার প্ল্যান এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ Implementation Plan প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

১৯.৫। ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য মালামালের সঠিক সংরক্ষণের জন্য লগবুক, সম্পদ রেজিস্ট্রার ও দর্শনার্থী রেজিস্ট্রার চলমান রাখতে হবে এবং আবশ্যিকভাবে ট্যাগিং নাম্বার দিতে হবে।

১৯.৬। উপর্যুক্ত সুপারিশ/মতামত অনুযায়ী প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/সংস্থা কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে আগামী ১ (এক) মাসের মধ্যে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ-কে অবহিত করতে হবে।

প্রযুক্তির সহায়তায় নারীর ক্ষমতায়ন শীর্ষক **প্রকল্পের সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন**

(সমাপ্ত: ডিসেম্বর, ২০১৯)

প্রকল্পের মৌলিক তথ্য

১। প্রকল্পের নাম: "প্রযুক্তির সহায়তায় নারীর ক্ষমতায়ন"।

২। প্রকল্পের ধরন (বিনিয়োগ/কারিগরি সহায়তা/সমীক্ষা): বিনিয়োগ প্রকল্প।

৩। অর্থায়নের উৎস: জিওবি।

৩.১। উন্নয়ন সহযোগী: KOICA.

৪। উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ।

৪.১। বাস্তবায়নকারী সংস্থা: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর।

৫। (ক) প্রকল্প ব্যয়, বাস্তবায়নকাল ও অনুমোদন সংক্রান্ত:

(লক্ষ টাকায়)

বিষয়	অনুমোদিত প্রাক্কলন			বাস্তবায়নকাল	অনুমোদনের তারিখ	পরিবর্তন (+/-)	
	মোট	জিওবি	প্র: সা:			ব্যয় (%)	মেয়াদ (%)
মূল	৮১৮৯.৫৪	৮১৮৯.৫৪	--	০১-০৭-২০১৭-৩০-০৬-২০১৯	০২/০৫/২০১৭	-	৬ মাস বা ২৫%।
ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি	৮১৮৯.৫৪	৮১৮৯.৫৪	--	০১-০৭-২০১৭-৩০-১২-২০১৯	--		

৬। প্রকল্প এলাকা (সংখ্যায়):

বিভাগ	জেলা	উপজেলা	সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা
৮টি	২১টি	২১টি	--

৭। প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়ে জাতীয়ভাবে সচেতনতা বৃদ্ধি;
- আইসিটি ইকো-সিস্টেমে নারীদের অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধি করা এবং নারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করে কর্মসংস্থান সৃষ্টি;
- আইসিটি'র মাধ্যমে নারীদের আত্ম-কর্মসংস্থতন সৃষ্টি এবং উদ্যোক্তা তৈরি;

৮। প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম:

- প্রকল্প দলিল অনুযায়ী ১০৫০০ জন নারীকে টেকনিক্যাল প্রশিক্ষণ, ৮৪০০ জন নারীকে উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ এবং ৬৭২০ জন নারীকে ফলো-আপ প্রশিক্ষণ প্রদান।

- ৩টি লেভেল শেষে ২৫৬০ জন নারীকে Freelancer to Entrepreneur বিষয়ে, ২৫৬০ জন নারীকে IT Service Provider বিষয়ে এবং ১৬০০ জন নারীকে Call Center Agent বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান। (১ম ও ২য় লেভেলে যথাক্রমে ২০% এবং ২০% হারে ড্রপ-আউট প্রশিক্ষণার্থী বাদ দিয়ে)

প্রশিক্ষনের বিষয়	লেভেল-০১	লেভেল-০২	লেভেল-০৩
Freelancer to Entrepreneur	৪০০০	৩২০০	২৫৬০
IT Service Provider	৪০০০	৩২০০	২৫৬০
Call Center Agent	২৫০০	২০০০	১৬০০
মোট	১০৫০০ জন	৮৪০০ জন	৬৭২০ জন

৯। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ: ডিপিপি/আরডিপিপির লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের সকল কাজ সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু উদ্দেশ্য অনুযায়ী প্রশিক্ষণ গ্রহণের ফলে স্ব-কর্মসংস্থান এবং উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও সক্ষমতা বৃদ্ধির হার লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অর্জন করা সম্ভব হয়নি।

প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি'র ও ক্রয় কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য

০১। অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতি:

(লক্ষ টাকায়)

অঙ্গের নাম	একক	অনুমোদিত লক্ষ্যমাত্রা		সর্বশেষ ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (শুরু হতে সমাপ্তি পর্যন্ত)	
		বাস্তব (পরিমাণ/সংখ্যা)	আর্থিক (%)	বাস্তব	আর্থিক (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(ক) রাজস্ব ব্যয়:					
কর্মকর্তাদের বেতন		৪ জন	৩৭.৬০	--	৩৭.৪৮
কর্মচারীদের বেতন		৩ জন	৯.৭৪	-	৯.৭০
ভাতা		৭ জন	৫৪.৮৭	-	৩৩.৮২
ইন্টার্নী ভাতা		লেভেল-১, ৮৪০০ জন লেভেল-২, ৬৭২০ জন	১০৪১.৬০	-	১০৪০.৫৬
হায়ারিং চার্জ		২ জন	৯.৩০	-	৯.০৯
সরবরাহ ও সেবা		--	২০৮.৩০	-	৭৯.২৬
প্রশিক্ষণ		১০৫০০ জন	৫৪২৮.৩৩	-	৫৩৪৩.০৩
কম্পিউটার এবং যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য		৬৭২০ জন	১৩৪৪.০০	-	১৩৪৩.৮০
উপ-মোট		--	৮১৩৩.৭৪	-	৭৯২০.২২
(খ) মুলধন ব্যয়:					
যানবাহন (মাইক্রোবাস)		১টি	৪০.০০	-	৩৯.৯৯
কম্পিউটার হার্ডওয়্যার এন্ড এক্সেসরিজ		২৩টি	৮.৭০	-	৫.৯০
ফার্নিচার		৪৮টি	৭.১০	-	৫.৮৩
উপ-মোট (মূলধন)		--	৫৫.৮০	-	৫১.৭২
সর্বমোট		--	৮১৮৯.৫৪	-	৭৯৭১.৯৪

০২। অর্থবছর ভিত্তিক ডিপিপি/টিপিপি'র সংস্থান, বরাদ্দ, অর্থছাড় ও বাস্তবায়ন অবস্থা:

অর্থবছর	মূল ডিপিপি	আরডিপিপি সংস্থান	এডিপি/ আরএডিপি বরাদ্দ	জিওবি	পি.এ /অন্যান্য	বাস্তব লক্ষ্যমাত্রার %	বছর ভিত্তিক অর্থছাড়	এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি			
								সর্বমোট	টাকা	পি.এ	বাস্তব %
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
২০১৭-১৮	৪১২২.৬৭	৪১২৩.০০	২০৮২.৫৪	৪১২২.৬৭	--	৩০%	২০৮২.৫৪	১২৫.৮২	১২৫.৮২	-	২০%
২০১৮-১৯	৪০৬৬.৮৭	৮৬৩৪.৫০	৭৭৭২.৪০	৪০৬৬.৮৭	--	৫০%	৭৭৭২.৪০	৪১৫৪.৭৬	৪১৫৪.৭৬	-	৭০%
২০১৯-২০	--	৩৮৭২.০০	২৮৭২.০০	--	--	২০%	৩৮৭২.০০	৩৬৯১.৩৬	৩৬৯১.৩৬	-	১০%
সর্বমোট	৮১৮৯.৫৪	--	--	৮১৮৯.৫৪	--	১০০%	--	৭৯৭১.৯৪	৭৯৭১.৯৪	-	১০০ %

০৩। ডিপিপি প্যাকেজ (পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়) সংক্রান্ত তথ্য:

প্যাকেজ	পণ্য	কার্য	সেবা	প্রকৃত বাস্তবায়ন সমাপ্ত
ডিপিপি অনুযায়ী প্যাকেজ	৩টি	--	১০টি	১৩টি
ডিপিপি অনুযায়ী লট	২১টি	--	৩টি	২৪টি
দরপত্র দলিল চূড়ান্তকরণ	২৪টি	--	১২টি	৩৬টি
দরপত্র আহবান ও প্রক্রিয়া সম্পন্ন	২৪টি	--	১২টি	৩৬টি
ক্রয় কার্য সম্পন্ন করা হয়েছে	২৪টি	--	১২টি	৩৬টি
চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্ত হয়েছে	২৪টি	--	১২টি	৩৬টি
ক্রয়কার্য বাকী আছে	নেই	--	--	--
ডিপিপি'র নির্ধারিত সময় অনুযায়ী বিলম্বিত হয়েছে	০৩টি	--	১০টি	১৩টি
ডিপিপি'র মূল পদ্ধতি পরিবর্তন পূর্বক ক্রয়	-	--	--	--

তথ্য সূত্র: ডিপিপি ও প্রকল্প অফিস নথি।

প্রকল্পের তথ্য উপাত্ত পর্যালোচনা ও মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের আলোকে পর্যালোচনা সংক্রান্ত:

১২। (ক) পরিদর্শনকৃত এলাকা: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আওতাধীন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত "প্রযুক্তির সহায়তায় নারীর ক্ষমতায়ন" প্রকল্পটি গত ১৭ আগস্ট ২০২০ তারিখ বরিশাল জেলার কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে জেলা প্রোগ্রামারসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের সাথে প্রকল্পের প্রশিক্ষণ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনার ও তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনা করা হয়।

(খ) পূর্ববর্তী পরিদর্শনকারীর নাম ও তারিখ: সমাপ্ত প্রকল্পটি ইতোপূর্বে এ বিভাগ হতে জনাব মোঃ শাফিউল মাজলুবিন রহমান, সহকারী পরিচালক, গত ২০/০৩/২০২০ তারিখ এবং জনাব মোঃ রফিকুল আলম, পরিচালক (উপসচিব), সেক্টর-০৭, আইএমইডি ৩০/১২/২০১৭ তারিখ পরিদর্শন করেন। কিন্তু পরিদর্শনের আলোকে মতামত/সুপারিশসমূহের জবাব একুশ (২১) দিনের মধ্যে প্রেরণের অনুরোধ থাকলেও তা করা হয়নি।

১২.১। অনুমোদন ও সময় বৃদ্ধি: প্রকল্পটি জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০১৯ পর্যন্ত ০২ বছর মেয়াদে প্রাক্কলিত ৮১৮৯.৫৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গত ০২/০৫/২০১৭ তারিখ অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে জুলাই, ২০১৭ তারিখ প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ হয়। প্রকল্পের মূল কাজ হচ্ছে মূলত প্রশিক্ষণ তাই প্রশিক্ষণের ফার্ম নিয়োগে দরপত্র আহবান ও মূল্যায়ন করে চুক্তি স্বাক্ষর করতে দীর্ঘ সময় লেগেছে। এচাড়াও ৩টি প্যাকেজের মধ্যে ১টি লট প্যাকেজ-৩ (Women Call Certer Agent), লট-২ (Chittagong & Sylhet) এর পুনঃদরপত্র আহবান করা হয়। ফলে উক্ত প্যাকেজের কাজ শুরু হয়ে সমাপ্তের জন্য অতিরিক্ত সময়ের প্রয়োজন হয়। এছাড়াও চূড়ান্তভাবে উত্তীর্ণ প্রশিক্ষণার্থদের অনুদান বাবদ জন প্রতি ২০০০০ টাকা হারে প্রদান এবং প্রশিক্ষণ পরবর্তী ভেন্ডর প্রতিষ্ঠানের বিল যাচাই বাছাই করে বিল পরিশোধ ইত্যাদি কারণে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ০৬ মাস মেয়াদ জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০১৯ এর পরিবর্তে জুন, ২০১৭ হতে ডিসেম্বর, ২০১৯ (২৫%) পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধিপূর্বক অনুমোদন করা হয়।

১২.২। প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা: ক। আর্থিক: প্রকল্পটি রাজস্ব ৮১৩৩.৭৪ এবং মূলধন ৫৫.৮০ লক্ষ টাকাসহ সর্বমোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৮১৮৯.৫৪ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের শুরু হতে সমাপ্ত ডিসেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমোপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৭৯৭১.৯৪ (৯৭%) লক্ষ টাকা।
খ। বাস্তব: অনুমোদিত প্রকল্পটি সংশোধিত সময়সহ ২ বছর ৬ মাস মেয়াদে বাস্তবায়ন হয়েছে। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অনুযায়ী মূলকার্যক্রম হচ্ছে প্রকল্পের মাধ্যমে চূড়ান্তভাবে ৩টি লেভেল শেষে ২৫৬০ জন নারীকে Freelancer to Enterpreneur বিষয়ে, ২৫৬০ জন নারীকে IT Service Provider বিষয়ে এবং ১৬০০ জন নারীকে Call Center Agent বিষয়সহ সর্বমোট ৬৭২০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান। প্রকল্পের শুরু হতে সমাপ্ত ডিসেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমোপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৯৯.৯৯%।

অর্থবছর (ডিপিপি অনুযায়ী)	মূল সংস্থান ডিপিপি	বরাদ্দ এডিপি/ আরএডিপি	অর্থছাড় এডিপি/আরএডিপি	প্রকল্পের অগ্রগতি %	জাতীয় অগ্রগতি (%)	কলাম (৫ ও ৬) পার্থক্য (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২০১৭-১৮	৪১২২.৬৭	৪১২৩.০০	২০৮২.৫৪	৬%	৯৪.১১%	-৮৮.১১
২০১৮-১৯	৪০৬৬.৮৭	৮৬৩৪.৫০	৭৭৭২.৪০	৫৩%	৯৪.৩৬%	-৪১.৩৬
২০১৯-২০	--	৩৮৭২.০০	৩৮৭২.০০	৯৫%	৮০.৫৪%	+১৪.৪৬

১২.৩। প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পর্যালোচনা: প্রকল্পের ট্রেনিং কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট জেলায় শেখ রাসেল কম্পিউটার ল্যাবে অনুষ্ঠিত হয় এবং নিয়োগকৃত কন্সালটিং ফার্ম ট্রেনিং কার্যক্রম পরিচালনা করেন। প্রতি ব্যাচে ১৬ জন করে প্রকল্প সময়ে লেভেল-১ এ ১০৫০০ জন নারীকে টেকনিক্যআল প্রশিক্ষণ, লেভেল-২ এ ৮৪০০ জন নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ এবং লেভেল-৩ এ ৬৭২০ জন নারীকে ফলোআপ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। চূড়ান্ত বা ৩ লেভেলে ২৫৬০ জন নারীকে Freelancer to Enterpreneur, ২৫৬০ জন নারীকে IT Service Provider বিষয়ে এবং ১৬০০ জন নারীকে Call Center Agent বিষয়সহ মোট ৬৭২০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে প্রতিজনকে ২,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা অনুদান প্রদান করা হয়। প্রকল্প অফিস/পিসিআর এর তথ্য মতে প্রকৃত অর্জন নিম্ন ছকে:

প্রশিক্ষনের বিষয়	লেভেল-০১	প্রকৃত	লেভেল-০২	প্রকৃত	লেভেল-০৩	প্রকৃত
Freelancer to Entrepreneur	৪০০০	৪০০০	৩২০০	৩২০০	২৫৬০	২৫৬০
IT Service Provider	৪০০০	৪০০০	৩২০০	৩২০০	২৫৬০	২৫৬০
Call Center Agent	২৫০০	২৫০০	২০০০	২০০০	১৬০০	১৬০০
মোটঃ	১০৫০০ জন	১০৫০০ জন	৮৪০০ জন	৮৪০০ জন	৬৭২০ জন	৬৭২০ জন

ক। প্রশিক্ষণীর্থী নির্বাচন: প্রকল্প দলিল অনুযায়ী এইএসসি পাস এবং বয়স সীমা ১৮-৪০ পর্যন্ত। প্রকল্প অফিস কর্তৃক নিয়োগকৃত ভেন্ডর ও জেলা প্রশাসকের তত্ত্বাবধানে অরিরিক্ত জেলা প্রশাসক শিক্ষা ও আইসিটি এর সভাপতিত্বে গঠিত কমিটি কর্তৃক প্রশিক্ষণার্থ নির্বাচন করা হয়েছে।

খ। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অবকাঠামো গত সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত: আইসিটি বিভাগের আওতায় সারা দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে "শেষ রাসেল কম্পিউটার ল্যাবে" তৈরি করা হয়। নির্বাচিত ২১টি জেলায় প্রকল্পের ট্রেনিং কার্যক্রম এ ল্যাবে অনুষ্ঠিত হয়। যা নিয়োগকৃত কন্সালটিং ফার্ম ট্রেনিং কার্যক্রম পরিচালনা করে। ল্যাবে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সংক্রান্ত আলোচনায় প্রশিক্ষণার্থীগণ জানান, বরিশাল বিএম স্কুলের ল্যাবে কম্পিউটার সংখ্যা কম ছিল ফলে প্রশিক্ষণে সমস্যা হয়। এছাড়াও কাশিপুর গার্লস হাই স্কুল এন্ড কলেজ , কাউনিয়া বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয় ল্যাবে ৫-৬ করে কম্পিউটার নষ্ট থাকায় একটি কম্পিউটারে একাধিক প্রশিক্ষণার্থকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হয়। কম্পিউটার মেরামত বিষয়ে প্রকল্প অফিস জানান, ল্যাবের কোন কম্পিউটার নষ্ট বা সমস্যা হলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানকে অবহিতকরণের মাধ্যমে সমাধান করা হতো। এ বিষয়ে স্কুল প্রধান কাশিপুর গার্লস হাই স্কুল এন্ড কলেজ এর সাথে ফোনে আলোচনা করা হলে তিনি জানান, স্কুলের নিজস্ব অর্থায়নে মেরামত করা হলেও প্রকৃত মেরামত খাতে পর্যাপ্ত অর্থ না থাকায় সময়মত মেরামত করা হতো না।

গ। পরিদর্শনকৃত জেলার তথ্য ও সুবিধাভোগীদের মতামত: প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সরেজমিন পরিবীক্ষণের নিমিত্ত আইএমইডি কর্তৃক গত ১৭/০৮/২০২০ তারিখ বরিশাল অঞ্চলের কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়। কোভিড-১৯ এর কারণে স্বাস্থ্য বিধি মেনে সীমিত সংখ্যক প্রশিক্ষণার্থগণ নিয়ে জেলা আইসিটি অধিদপ্তরের সভা কক্ষে মত বিনিময় করা হয়। জেলা কর্মকর্তা জানান যে, প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দকে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে স্থাপিত "শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব" গুলোতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং প্রশিক্ষণার্থীদের ইন্টার্নশীপ প্রদান করা হয়েছে। Freelancer to Entrepreneur, IT Service Provider এবং Call Center Agent বিষয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের তালিকা তথ্য জেলা আইসিটি অধিদপ্তর অফিস হতে সংগ্রহ করা হয়। তালিকার তথ্য থেকে দেখা যায়, বরিশাল জেলায় Freelancer to Entrepreneur বিষয়ে লেভেল-১ এ প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ১৯২, লেভেল-২ প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ১৫৩ এবং লেভেল-৩ এ প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ১২১, ড্রপিং হার ২১.৫০% এবং IT Service Provider লেভেল-১ এ প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ১৯১, লেভেল-২ প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ১৫৩ এবং লেভেল-৩ এ প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ১২২, ড্রপিং হার ২১%। Call Center Agent বিষয়ে লেভেল-১ এ প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ১২৭, লেভেল-২ প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৯৫ এবং লেভেল-৩ এ প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৭৭, ড্রপিং হার ২৩%। প্রকল্প দলিলে কোন জেলায় কত সংখ্যক সুবিধাভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হতে তা উল্লেখ করা হয়নি। মূল দলিলে উল্লেখিত মোট সংখ্যার গড় ভাগ অনুযায়ী প্রতি জেরঅয় ৩টি ক্যাটাগরীতে মোট ৫০০ জন করে লেভেল-১ এ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে, প্রতি লেভেল হতে ৮০% মেধাক্রম অনুযায়ী পরবর্তী লেভেলের জন্য নির্বাচিত হবেন এবং ২০% বাদ হওয়ার কথা। বরিশাল জেলায় প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৫০০ জন, প্রকৃত পক্ষে ১ম লেভেলে ৪৪৮ জন ছিল। এবং ৩য় লেভেলে লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৩২০ জন, প্রকৃত পক্ষে ২৯৯ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ২১ (৭%) জন কম। এর কারণ জানতে চাইলে প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের ঐ কর্মকর্তা বলেন, প্রশিক্ষণার্থীদের অধিকাংশ ছিলেন শিক্ষার্থী এবং তাদের পক্ষে মূল পড়ালেখার বাইরে সপ্তাহে ৬ দিন এবং দিনে ৪ ঘন্টা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা কষ্টসাধ্য বিধায় কিছুদিন পরেই তারা প্রশিক্ষণের বিষয়ে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।

প্রশিক্ষণ বিষয়ে আলোচনায় সুবিধাভোগীগণ সন্তোষজনক মতামত প্রদান করে। তবে কিছু কিছু ল্যাবে কম্পিউটারে সমস্যা থাকায় একটি কম্পিউটারে একাধিক জনকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হয় বলে তারা জানান। প্রতি ব্যাচে ৩০/৩২ জন করে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। একটি কম্পিউটারের অনুকূলে ২ জন কের প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। ল্যাবগুলোতে দুটি ব্যাচে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হতো সকাল ব্যাচ ৯টা-১টা পর্যন্ত এবং বিকেল ব্যাচ ২-৬টা পর্যন্ত। তাছাড়া, কিছু কিছু প্রশিক্ষণার্থী তাদের নিজস্ব ল্যাপটপ থাকায় তার দ্বারা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। তারা বলেন, লেভেল-৩ ইন্টার্নির পরে প্রশিক্ষণার্থীদের (Rap-up Training) বা প্রকৃত হাতে কলমে লোকাল মার্কেটে প্রশিক্ষণ দেয়ার কথা, কিন্তু পরামর্শক ফার্ম কর্তৃক তা যথাযথ ভাবে হয়নি। তাছাড়া, স্ব-কর্মসংস্থঅন বা উদ্যোক্তা সৃষ্টি হার সন্তোষজনক নয়। কারণ হিসেবে তারা বলেন, অধিকাংশ শিক্ষার্থী হওয়ার ফলে লেখাপড়ার পাশাপাশি কাজ করাটা পড়ালেখার জন্য সমস্যা সৃষ্টি হয়। তবে পড়াশোনা ও ব্যক্তিগত কাজের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণটি সহায়ক হয়েছে। আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় স্ব-কর্মসংস্থান বা উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে সক্ষমতা অর্জন ছিল এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য সে বিবেচনায় প্রকল্পের আউটকাম সন্তোষজনক বা sustainable যোগ্য হয়নি বলে তারা মনে করেন।

১২.৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন অবস্থা সংক্রান্ত পর্যালোচনা:

প্রকল্পের উদ্দেশ্য	অর্জন
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়ে জাতীয়ভাবে সচেতনতা বৃদ্ধি;	আইসিটির মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নের গুরুত্ব সম্পর্কে প্রকল্প এলাকায় সচেতনতা কার্যক্রম অর্জন হয়েছে।
আইসিটি ইকো-সিস্টেমে নারীদের অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধি করা এবং নারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করে কর্মসংস্থান সৃষ্টি;	আইসিটি ইকো-সিস্টেমে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি
আইসিটি'র মাধ্যমে নারীদের আত্ম-কর্মসংস্থঅন সৃষ্টি এবং উদ্যোক্তা তৈরি;	আইসিটি বিষয় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারীদের স্ব-কর্মসংস্থান এবং উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষমাত্রা অনুযায়ী হয়নি।

১২.৫। অডিট সম্পাদন ও আপত্তি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত: প্রকল্পটি'র ২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯ অর্থবছরের অডিট করা হয়েছে। যার মধ্যে ২০১৭-১৮ বছরের ৬টি আপত্তি এবং ২০১৮-১৯ বছরের ৪টি আপত্তি রয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের ৬টি আপত্তি'র জবাব প্রকল্প অফিস যথাযথ কর্তৃপক্ষের সুপারিশক্রমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগে প্রেরণ করেছেন। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ৪টি আপত্তি'র জবাব যথাযথ কর্তৃপক্ষের সুপারিশক্রমে নিরীক্ষা অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। অডিট অফিস হতে নিষ্পত্তির নিমিত্ত পরবর্তী কোন জবাব এখনও পাওয়া যায়নি। ২০১৯-২০ অর্থবছরের অডিট করা হয়নি। পিপিআর ২০০৮ এর ধারা ৪৬(১) অনুযায়ী প্রত্যেক অর্থবছর সমাপ্তির ৯ মাসের মধ্যে অডিট সম্পাদন করার বিধান রয়েছে সে অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অডিট সম্পন্ন করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে প্রকল্প অফিস জানান অডিট অফিসের সাথে যোগাযোগ করে দ্রুত সময়ে অডিট করা হবে।

১২.৬। কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয়পরিকল্পনা: ডিপিপি-তে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ক্রয়পরিকল্পনা এবং বছর ভিত্তিক আর্থিক ব্যয় পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু প্রকল্পটির কার্যক্রম'র ডিপিপি'র পরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন করা হয়নি। তবে, পিপিআর ২০০৮ এর বিধি ১৬ অনুযায়ী প্রতি অর্থবছর ক্রয়পরিকল্পনা ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনপূর্বক কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে। এ বিষয়ে প্রকল্পের তথ্য উপাত্ত ও প্রকল্প অফিস হতে জানা যায়, প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থছাড় না হওয়ায় এবং প্রকল্পের মূল কাজ হচ্ছে মূলত প্রশিক্ষণ তাই প্রশিক্ষণের ফার্ম নিয়োগে দরপত্র আহবান ও মূল্যায়ন করে চুক্তি স্বাক্ষর করতে দীর্ঘ সময় লেগেছে। এছাড়াও ৩টি প্যাকেজের মধ্যে ১টি লট (Women Call Center Agent), লট-২ (Chittagong & Sylhet) এর পুনঃদরপত্র আহবান করা হয়। ফলে ডিপিপি'র পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা যায়নি।

১২.৭। প্রকল্পের গাড়ী ও অন্যান্য সম্পদ: প্রকল্প দলিলে ২টি গাড়ি ক্রয় এর সংস্থান থাকলেও প্রকৃত ১টি গাড়ি ক্রয় করা হয়েছে এছাড়াও প্রকল্পের কম্পিউটার, প্রিন্টার, ল্যাপটপ, ফার্নিচার, ফটোকপিয়ার ও সোফাসেট ইত্যাদি সামগ্রী ক্রয় করা হয়। তবে, এ সকল সম্পদ সংরক্ষণ তালিকা ও রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ ও সম্পদের গায়ে ক্রয়ে তারিখ, কোড এবং ধরন উল্লেখ পাওয়া যায়নি। এ সকল সম্পদ আইসিটি অধিদপ্তরে সংরক্ষিত রয়েছে বলে জানা যায়। প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত গাড়ীর তথ্য বিধি অনুযায়ী প্রকল্প সমাপ্তির ৯০ দিন পূর্বে যানবাহনের অবস্থা (সচল/অচল) প্রতিবেদন আইএমইডিকে অবহিত করা কিন্তু এ ক্ষেত্রে তা করা হয়নি। তাছাড়া প্রকল্প সমাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে সচল যানবাহন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের পরিবহণ পুলে জমা প্রদান করে আইএমইডিকে অনুলিপি প্রেরণ করার বিধান থাকলেও তা করা হয়নি। এ বিষয়ে প্রকল্প অফিস হতে জানা যায়, প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত গাড়িটি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরে হস্তান্তর করা হয়েছে। গাড়িটি "প্রযুক্তির সহায়তায় নারীর ক্ষমতায়ন প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়" প্রকল্পের জন্য সংস্থান রাখার কারণে ফেরত দেয়া হয়নি। "প্রযুক্তির সহায়তায় নারীর ক্ষমতায়ন প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়" এর প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।

১২.৮। অঙ্গভিত্তিক সংস্থান ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন: প্রকল্পের ডিপিপি অনুযায়ী অঙ্গভিত্তিক সংস্থান ও বাস্তবায়নে দেয়া যায়, সংস্থান অনুযায়ী ব্যয় হয়েছে। অনুমোদিত প্রকল্পটি মোট ৮১৮৯.৫৪ লক্ষ টাকার মধ্যে রাজস্ব খাতে ৮১৩৩.৭৪ লক্ষ টাকা এবং মূলধন খাতে ৫৫.৮০ লক্ষ টাকা ছিল। যা সমাপ্ত ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছিল রাজস্ব খাতের ৭৯২০.০০ লক্ষ টাক এবং মূলধন খাতে ৫১.৭২ লক্ষ টাকাসহ মোট ৭৯৭১.৯৪ লক্ষ টাকা।

১২.৯। প্রচলিত আইন ও বিধি অনুযায়ী পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয় সংক্রান্ত: প্রকল্পের সংরক্ষিত তথ্যাদি ও ডিপিপি পর্যবেক্ষণ করা হয়। অনুমোদিত প্রকল্প দলিল ডিপিপিতে ক্রয় পরিকল্পনা পরিশিষ্ট-iii (a) পণ্য ৩টি প্যাকেজ নং ১ কে (১-৯)টি লটে ও ২ কে (১-১১) টি লটে বিভক্ত করা হয়েছে। একই ধরণের আইটেমকে ভিন্ন ভিন্ন লটে উল্লেখ করা হয়েছে। সেবা ক্রয় ১০টি প্যাকেজ রয়েছে। ক্রয় পদ্ধতি এক এর অধিক উল্লেখ করা ছিল। অন্যান্য ক্রয় কার্যক্রম পিপিআর এর আলোকে সম্পন্ন করা হয়েছে।

১৩। আইএমইডি'র মতামত: প্রকল্প অফিস হতে প্রাপ্ত তথ্য ও মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শনের আলোকে লক্ষ্য করা যায়, আইসিটির মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নের গুরুত্ব সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝ সচেতনতা বৃদ্ধিসহ আইসিটি ইকো-সিস্টেম এ নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু প্রশিক্ষণ গ্রহণের ফলে স্ব-কর্মসংস্থান এবং উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও সক্ষমতা বৃদ্ধির হার লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অর্জন করা সম্ভব হয়নি। লেভেল-৩ ইন্টার্নীর পরে প্রশিক্ষণার্থীদের প্রকৃত হাতে কলমে লোকাল মার্কেট প্লেসে প্রশিক্ষণ দেয়া জরুরি ছিল, কিন্তু পরামর্শক কর্তৃক এ ট্রেনিং যথাযথ ভাবে হয়নি বলে প্রশিক্ষণার্থীরা জানান। তাছাড়া, প্রশিক্ষণ পরবর্তী প্রশিক্ষণার্থীদের ফলোআপ বা তাদের জন্য কর্মসংস্থানের লিংকেজ তৈরি করা জরুরি ছিল, যা প্রকল্পের ডিজাইনে লক্ষ্য করা যায়নি। নির্বাচিত তিনটি বিষয়ে চূড়ান্ত/৩য় লেভেল সম্পন্ন সর্বমোট ৬৭২০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে জন প্রতি ২০,০০০ টাকা অনুদান ও ইন্টার্নী ভাতাসহ সর্বমোট ৩৪,০০০ টাকা করে প্রশিক্ষণার্থীদের নিজ ব্যাংক হিসেব নম্বরে প্রদান করা হয়েছে। উক্ত অর্থে প্রশিক্ষণার্থীগণ দ্বারা ল্যাপটপ ক্রয় নিশ্চিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা জরুরি ছিল। কিন্তু মূল দলিলে এ বিষয়টি উল্লেখ না থাকায় প্রকল্প অফিস হতে তা করা হয়নি। প্রশ্কিষণার্থীগণ প্রাপ্ত টাকা তার ব্যক্তিগত প্রয়োজনে খরচ করেন। ফলে প্রশিক্ষণের মাধ্য স্ব-কর্মসংস্থান এবং উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও সক্ষমতা বৃদ্ধি বিষয়টি অর্জন সম্ভব হয়নি। পাশাপাশি প্রশিক্ষণটি Sustainable যোগ্য হয়নি।

প্রকল্প দলিল ও পিসিআর এ উল্লেখিত তথ্য অনুযায়ী প্রতি ব্যাচে ১৬ জন করে ১টি কম্পিউটার ১জন প্রশিক্ষণার্থী এভাবে ল্যাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করার কথা থাকলেও প্রকৃত ৩০/৩২ জন করে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় যা ১টি কম্পিউটারের অনুকূলে ২জন করে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। ফলে প্রশিক্ষণের গুণগতমান যথাযথভাবে রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। প্রশিক্ষণার্থীদের অধিকাংশ শিক্ষার্থী, ফলে পড়ালেখার পশিক্ষণ গ্রহণ করা কষ্টসাধ্য বিধঅয় কিছুদিন পরেই তারা প্রশিক্ষণের বিষয়ে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। অর্জিত জ্ঞান কাজে লাগানো সম্ভব হয় না।

পিসিআর রিপোর্টের অংশ 'D'- Achievement of the Objective of the Project অংশে টেবিলে 'c' এ স্ব-কর্মসংস্থান এবং উদ্যোক্তা হিসেবে ৫০% প্রশিক্ষণার্থীর বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে যা প্রকৃত অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক এর নিকট জানতে চাওয়া হলে তিনি জানান, ৫০% হয়েছে কিন্তু কোন প্রমাণক দিতে পারেনি। তবে তিনি বলেন, নির্বাচিত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান তাদের প্রতিষ্ঠানে এ সকল প্রশিক্ষণার্থীদের কাজের ব্যবস্থা করেছেন। বিষয়টি সন্তোষজনক নয়।

প্রকল্পটির মাধ্যমে নারীদেরকে আইসিটি ইকো-সিস্টেম এ অংশ গ্রহণ, সক্ষমতায় এবং স্ব-কর্মসংস্থান এবং উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলা ছিল ও প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। নারীর ক্ষমতায়নে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কাজ করছে বিশেষ করে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক একাধিক প্রকল্প চলমান রয়েছে। এছাড়াও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এবং জাতীয় মহিলা সমিতি। বর্তমান সময়ে আইটি একটি সম্ভাবনাময় সেক্টর এবং এ প্রকল্পটি যেহেতু আইটি সেক্টরে নারীদের সম্পৃক্ত করা। সুতরাং নারীর ক্ষমতায়, স্ব-কর্মসংস্থান এবং উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলা বিষয়ক প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে একটি সমন্বিত পরিকল্পনার মাধ্যমে টেকসই ব্যবস্থা গ্রহণ রা প্রয়োজন। প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন আরও সময় উপযোগী হওয়া প্রয়োজন।

এছাড়াও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সারা দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে "শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব" স্থাপন করা হয়েছে। "প্রযুক্তির সহায়তায় নারীর ক্ষমতায়ন" প্রকল্পটি এ ল্যাব ব্যবহার করে প্রতিদিন ২টি ব্যাচে প্রশিক্ষনার্থীদের আইসিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ল্যাব ব্যবহার হতে বঞ্চিত হয়, যা কার্ম নয়।

১৪। প্রকল্প পরিদর্শনের স্থির চিত্র:

১৫। পরিদর্শনের আলোকে আইএমইডি'র মতামত/সুপারিশ:

১৫.১। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয়ের মধ্যে এবং ২৫% Time Overrun এ ডিসেম্বর, ২০১৯ সমাপ্ত হয়েছে। পরবর্তীতে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে নির্ধারিত ব্যয় এর পাশাপাশি সময়ের মধ্যে থাকার জন্য সংশ্লিষ্টদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো;

১৫.২। প্রকল্পের Outcome কে Sustainable করার লক্ষ্যে প্রকল্প সমাপ্তির পরবর্তীকালে কার্যক্রম কিভাবে পরিচালনা করা হবে বা Exit plan ডিপিপি-তে সুনির্দিষ্ট থাকা বাঞ্চনীয় যা এ প্রকল্পে উল্লেখ ছিল না। পরবর্তীতে প্রকল্প প্রণয়নের ক্ষেত্রে এ বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো;

১৫.৩। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা কাজে লাগিয়ে নারীদের স্ব-কর্মসংস্থান/উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও সক্ষমতায়ন করার জন্য কর্মসংস্থানের লিংকেজ তৈরি করা জরুরি ছিল, যা প্রকল্পের ডিজাইনে লক্ষ্য করা যায়নি। এছাড়াও প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচনে প্রকল্পের উদ্দেশ্য বিবেচনা করা ও সময় উপযোগী হওয়া বাঞ্ছনীয়। পরবর্তীতে এ ধরণের প্রকল্প প্রণয়নের ক্ষেত্রে এ বিষয়ে সংশ্লিষ্টদেরন দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো;

১৫.৪। নারীর সক্ষমতায়ন, স্ব-কর্মসংস্থান বা উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলা বিষয়ক প্রকল্প প্রণয়ন বা এ সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের একটি সমন্বিত (এ সেক্টরে কাজ করে এমনদের নিয়ে) পরিকল্পনার মাধ্যমে টেকসই ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। পরবর্তীতে প্রকল্প প্রণয়নের ক্ষেত্রে এ বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো;

১৫.৫। পিসিআর রিপোর্টের অংশ 'D'- Achievement of the Objective of the Project অংশে টেবিলে 'c' এ স্ব-কর্মসংস্থান এবং উদ্যোক্তা হিসেবে Achievment ৫০% উল্লেখ করা হয়েছে। Achievment এর প্রমাণক প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগের মাধ্যমে এ বিভাগে প্রেরণের জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো;

১৫.৬। এ প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম "শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব" এ হওয়ার ফলে ঐ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ল্যাব ব্যবহার হতে বঞ্চিত হয়, যা কাম্য নয়। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো;

১৫.৭। প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত গাড়ি ও অন্যান্য সম্পদ সংক্রান্ত বিষয়ে বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো;

১৫.৮। ২০১৭-১৮ ও ২০১৯-২০ অর্থবছরের ১০টি অডিট আপত্তি দ্রুত নিষ্পত্তি এবং পিপিআর ২০০৮ এর ধারা ৪৬ (১) অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অডিট সম্পন্ন করার জন্য প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আর্ষণ করা হলো; এবং

১৫.৯। উল্লেখিত সুপারিশ অনুযায়ী প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/সংস্থা কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে আগামী ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ-কে অবহিত করতে হবে।